এ.কে.এম. নাজির আহমদ

দারসুল কুরআন সংকলন

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

প্রকাশকাল নভেম্বর, ২০১০
অগ্রহায়ণ, ১৪১৭
যুলহিজ্জা, ১৪৩১

ISBN : 978-984-8921-02-9 (set)

প্রচ্ছদ গোলাম মাওলা

মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : চল্লিশ টাকা মাত্র

Darsul Quran Collection : Vol-I Written & Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition November 2010 Price Taka 40.00 only.

পূর্ব কথা

১৯৬০ সন। এটি আমার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন। আমার চিন্তা চেতনার বাঁক পরিবর্তনের সন।

আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগের বি.এ. (অনার্স) ক্লাসের ছাত্র। থাকি ফজলুল হক মুসলিম হলে।

এই সনেই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অপার অনুগ্রহে আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে আল কুরআন অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ পড়া প্রয়োজন। তখন থেকে এইভাবেই আল কুরআন পড়ার প্রয়াস চালিয়ে আসছি এবং বিপুলভাবে উপকৃত হচ্ছি।

ছাত্র জীবনেই বেশ কয়েকজন উঁচু মানের ইসলামী চিন্তাবিদের দারসুল কুরআন শুনার সৌভাগ্য আমি লাভ করি। আমি লক্ষ্য করি, তাঁরা দারসুল কুরআন পেশ করার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করছেন।

প্রথমত আল কুরআনের অংশ বিশেষ পাঠ করা, **দ্বিতীয়ত** পঠিত অংশের ভাবানুবাদ পেশ করা, **তৃতীয়ত** পঠিত অংশ বা সূরাটি নাযিলের প্রেক্ষাপট বা পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করা, **চতুর্থত** পঠিত অংশের ব্যাখ্যা পেশ করা এবং **পঞ্চমত** পঠিত অংশের মূলীভূত শিক্ষার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

আমার মনে হয়, এটি দারসুল কুরআন পেশ করার একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।

আমাকেও কখনো কখনো দারসুল কুরআন পেশ করতে হয়েছে এবং এখনো করতে হয়, যদিও বিষয়টি আমার জন্য কঠিন।

পূর্বাহ্নে নোট করে নিয়ে তার ভিত্তিতে আমি দারস পেশ করার চেষ্টা করি।

এই পুস্তিকায় দারসুল কুরআনের ছয়টি নোট সন্নিবেশিত হয়েছে। আশা করি, কোন না কোন পাঠক এতে উপকৃত হবেন। তবে অনুরোধ, কারো দৃষ্টিতে কোন ত্রুটি ধরা পড়লে অবশ্যই আমাকে জানিয়ে অনুগৃহীত করবেন।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সহায় হোন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

সূচিপত্র

সূরা আল মুদ্‌দাসসির

আয়াত : ১-৭

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۰

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰

১। আয়াত

يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝

২। ভাবানুবাদ

'ওহে আবৃত ব্যক্তি, উঠ এবং (লোকদেরকে) সাবধান কর। এবং তোমার রবের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর, প্রতিষ্ঠা কর। এবং তোমার পোশাক পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখ। এবং যাবতীয় মলিনতা থেকে দূরে থাক। এবং বেশি পাবে আশায় অনুগ্রহ করো না। এবং তোমার রবের খাতিরে ছবর অবলম্বন কর।'

৩। পরিপ্রেক্ষিত

ইতিহাস বিশ্লেষকরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবির্ভাব কালকে 'আইয়ামে জাহিলিয়াত' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সন্দেহ নেই, সেই যুগের জন্য এই আখ্যাটিই যথার্থ।

সেই যুগটি ছিলো মানব সমাজ ও সভ্যতার অতি অধপতিত একটি অধ্যায়।

দেশে দেশে তখন রাজা আর সম্রাটদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। তারা মানুষের প্রভু সেজে বসেছিলো। তাদের খেয়াল-খুশিই ছিলো আইন। আইনের শাসন বলতে যা বুঝায় তখন তা ছিলো এক কল্পনাতীত বিষয়।

রাজা বা সম্রাটকে ঘিরে গড়ে উঠেছিলো একটি অভিজাত শ্রেণী। তাদের আর জনগণের মাঝে ছিলো দুস্তর ব্যবধান। তারা জনসাধারণকে ঘৃণার চোখে দেখতো। কিন্তু তাদের বিলাসী জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ঐ সাধারণ মানুষগুলো থেকেই আদায় করা হতো।

হাতে গোনা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া রাজা বা সম্রাট এবং তাদের অনুগ্রহভাজন অভিজাত গোষ্ঠী ছিলো মদখোর। মদ খেয়ে মাতলামী করা আর নিত্য নতুন নারী দেহ ভোগ করা ছিলো তাদের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাদের মনোরঞ্জনের জন্যই বিপুল সংখ্যক নারীকে হতে হয়েছে বেহায়া এবং উলংগ কিংবা অর্ধ-উলংগ।

সেই যুগে মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিলো অসহনীয়। সেটি ছিলো সুদখোরদের স্বর্ণ যুগ। কিছু সংখ্যক পুঁজিপতি সুদের মাধ্যমে অগণিত মানুষের কাছ থেকে টাকা ছেঁকে নিয়ে গড়তো টাকার পাহাড়। পুঁজিপতিরা হতো 'আংগুল ফুলে কলাগাছ'। ঋণ গ্রহীতারা হতো কংকালসার।

সেই যুগে পৃথিবীর সকল দেশেই গরু, ছাগল, উট, ভেড়ার মতো মানুষ বেচা-কেনার জন্যও হাট বসতো। এক বিত্তবান ব্যক্তির কাছ থেকে আরেক বিত্তবান ব্যক্তি কিনে নিতো দাস-দাসী। এরা রাতভর-দিনভর শ্রম দিতো মনিবের বাড়িতে, বাগানে, খামারে কিংবা কারখানায়। এই দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় ছিলো মৃত্যু।

সেই যুগে নারীদের দুর্ভোগের অন্ত ছিলো না। নারীদের একমাত্র কর্তব্য ছিলো পুরুষদের যৌন ক্ষুধা মেটাতে থাকা। একজন পুরুষ যতো সংখ্যক ইচ্ছা বিয়ে করতে পারতো। আবার বিত্তবান হলে রক্ষিতা হিসাবে রাখতে পারতো অসংখ্য নারী। কোন কোন অঞ্চলে পিতার মৃত্যুর পর পুত্ররা তাদের সৎ-মা'দেরকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতো। কোন কোন অঞ্চলে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তাকে মেরে অথবা জীবিতাবস্থায় গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয়া হতো।

রাজা বা সম্রাটরা ওঁত পেতে থাকতো পররাজ্য আক্রমণের জন্য। পররাজ্য দখল করে সেখানে তারা তাদের প্রভুত্ব চাপিয়ে দিতো, দুই হাতে লুটে নিতো দখলকৃত দেশের সম্পদ, যুবকদেরকে করতো হত্যা, আর যুবতীদেরকে ধরে নিয়ে যেতো তাদের যৌবন রস আস্বাদনের জন্য।

সেই যুগে সামগ্রিকভাবে মানুষের জান, মাল ও ইয্যাতের কোন নিরাপত্তা ছিলো না। চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবি ইত্যাদি ছিলো নিত্য-দিনের ঘটনা।

তদুপরি এটি ছিলো চরম ধর্মীয় বিকৃতির যুগ। মাক্কায় অবস্থিত তাওহীদের কেন্দ্র কা'বায় স্থাপিত হয়েছিলো ৩৬০টি দেব-দেবীর মূর্তি। মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য এদের কাছে প্রার্থনা করা হতো। এদের উদ্দেশ্যে উট ভেড়া বকরি বলি দেওয়া হতো।

আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত যিয়ারাতকারীরা উলংগ হয়ে কা'বার তাওয়াফ করতো। আরবের মুশরিকদের ছালাত সম্পর্কে সূরা আল আনফালের ৩৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّتَصْدِيَةً ۝

'তাদের ছালাত ছিলো বাইতুল্লাহর কাছে শিস দেওয়া আর হাত তালি দেওয়া।'

আরবের পূর্ব দিকে ছিলো ইরান সাম্রাজ্য। কল্পিত দেবতা আহুর মাজদা ছিলো ইরানীদের সবচে' বড়ো উপাস্য। তাদের ধারণায় আহুর মাজদা-র প্রকাশ ঘটতো আগুনের শিখার মাঝে। তাই পুরোহিত কর্তৃক প্রজ্জলিত আগুনের অনির্বাণ শিখার উদ্দেশ্যে তারা সাজদা করতো।

আরবের উত্তরে ছিলো বিশাল রোমান সামাজ্য। রোমান সাম্রাজ্যে তখন সেন্ট পল কর্তৃক উদ্ভাবিত খৃস্টবাদের বেশ প্রসার ঘটে। সেন্ট পল ছিলেন ত্রিত্ববাদের প্রবক্তা। তাঁর প্রচারিত ধর্মমত মারইয়াম (রা) এবং ঈসা ইবনু মারইয়ামকেও (আলাইহিস সালাম) খৃস্টানদের উপাস্যে পরিণত করে।

কালক্রমে খৃস্টানগণ দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি ভাগ বৈরাগ্যবাদকে তাদের জীবনাদর্শ বানিয়ে নেয়। অপর ভাগটি ভোগবাদী হয়ে পড়ে। বৈরাগ্যবাদী খৃস্টানগণ গোসল না করা, ছেঁড়া-ময়লা পোশাক পরা, গোশত-রুটি না খাওয়া ইত্যাদিকে তাদের ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতো। পক্ষান্তরে, ভোগবাদী খৃস্টানগণ ভুরিভোজ, মদপান ও অবাধ যৌনাচারে মত্ত হয়ে পড়ে। তাদের মদের আসরে উর্ধ্ব-উলংগ নর্তকীরা নাচতো ও গান গাইতো। সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালিয়ে গোটা পরিবেশকে উত্তেজক করে তোলা হতো।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা ইয়াহুদীরা নিজেদেরকে মূসা ইবনু ইমরান (আলাইহিস সালাম)-এর অনুসারী বলে দাবি করতো। প্রকৃতপক্ষে তারা মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রতি নাযিলকৃত আত তাওরাতের অনুসারী ছিলো না। বরং তারা আত তাওরাতকে বিকৃত করে ফেলেছিলো এবং বহু হারামকে হালাল বানিয়ে নিয়েছিলো। মুজাদ্দিদ উযাইরকে (রাহ) তারা আল্লাহর পুত্র বলে দাবি করতো।

সামগ্রিকভাবে তখন গোটা পৃথিবী ছিলো জাহিলিয়াতের পদানত।

সেই যুগে দুই চারজন বিবেকবান ব্যক্তি যে ছিলেন না, তা নয়। কিন্তু তাঁরা ছিলেন অসহায়। তদুপরি অধপতিত সমাজ ব্যবস্থাকে ভেংগে নতুন সমাজ বিনির্মাণের কোন নীতিমালা ও কলা কৌশল তাঁদের জানা ছিলো না।

এই মহা দুর্দিনে পৃথিবীবাসীকে মুক্তির পথ বাতলাবার জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন একজন মানুষের আবির্ভাব ঘটান। তিনিই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কা শহরেই জন্মগ্রহণ করেন এবং বর্ধিত হন। তিনি যখন ১৭ বছরের তরুণ, তখন তাঁর চাচা আযযুবাইর ইবনু আবদিল মুত্তালিব কিছু বিবেকবান ব্যক্তিকে নিয়ে একটি মিটিং করেন। আবদুল্লাহ ইবনু জুদআনের ঘরে অনুষ্ঠিত হয় সেই মিটিং। বানু হাশিম, বানু জুহরাহ, বানু তাইম এর বেশ কিছু সদস্য এতে উপস্থিত ছিলেন। আলাপ-আলোচনার পর তাঁরা একটি সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থার নাম রাখা হয় হিলফুল ফুদুল। এর পাঁচ দফা কর্মসূচি ছিলো নিম্নরূপ –

- আমরা দেশ থেকে অশান্তি দূর করবো।
- আমরা মুসাফিরদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো।
- আমরা অভাবীদেরকে সাহায্য করবো।
- আমরা মাযলুমের সাহায্য করবো।
- আমরা কোন যালিম ব্যক্তিকে মাক্কায় আশ্রয় দেবো না।

তরুণ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দারুণ উৎসাহ নিয়ে এই সংস্থার সদস্য হন এবং সমাজে একটি কল্যাণ ধারা সৃষ্টির প্রয়াসে নিয়োজিত থাকেন। ২৩ বছর ধরে চলে এই প্রয়াস। দেখা গেলো ২৩ বছর আগে সমাজ যেই তিমিরে ছিলো ২৩ বছর পর সেই তিমিরেই রয়ে গেছে।

প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাবুক প্রকৃতির হয়ে ওঠেন। তিনি নির্জনতা পছন্দ করতে শুরু করেন। এই সময়টি সম্পর্কে আয়িশা আছ ছিদ্দিকা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আল্লাহ যখন রাসূলুল্লাহকে সম্মানিত এবং মানব জাতিকে তাঁর দ্বারা অনুগৃহীত করতে চাইলেন তখন রাসূলুল্লাহ নবুওয়াতের অংশ হিসেবে স্বপ্ন দেখতে থাকেন যা সূর্যোদয়ের মতো সত্য হতো। এই সময় আল্লাহ তাঁকে নির্জনে অবস্থানের প্রতি আগ্রহী করে দেন। নির্জনতা তাঁর প্রিয় ওঠে।'

এই নির্জনতা প্রীতি ও নিভৃত অবস্থানেরই নাম 'তাহান্নুস'।

নিভৃতে একাকীত্বে আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেছে নেন জাবালুন্ নূরের হেরা গুহাটি। তিনি কয়েক দিনের খাদ্য ও পানীয় নিয়ে হেরা গুহায় চলে যেতেন। খাদ্য ও পানীয় শেষ হয়ে গেলে গুহা থেকে নেমে ঘরে এসে আবার কয়েক দিনের খাদ্য ও পানীয় নিয়ে চলে যেতেন।

উল্লেখ্য, জাবালুন্ নূর কা'বা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে হেরা গুহা পর্যন্ত উঠতে ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টার মতো সময় লেগে যায়। পাহাড়ের গা ঘেঁষে গুহা পর্যন্ত পৌঁছা সহজ কাজ নয়। নিভৃতে আল্লাহর ইবাদাতে কাটাবার জন্য তিনি এই গুহাটিকেই বেছে নেন।

এই অবস্থাতেই একদিন আল্লাহর দূত জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) হেরা গুহায় এসে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'পড়ুন।' তিনি বললেন, 'আমি পড়তে পারি না।' জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে বুকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বলেন, 'পড়ুন।' তিনি বললেন, 'আমি পড়তে পারি না।' জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) 'তাঁকে আবার বুকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে বলেন, 'পড়ুন।' তিনি বললেন, 'আমি পড়তে পারি না।'

তৃতীয়বার তাঁকে বুকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) বলেন,

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ٥ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٥

'পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে। পড় এবং তোমার রব বড়োই অনুগ্রশীল। যিনি কলম দ্বারা জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।'

এবার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরাঈল (আলাইহিস সাল্লাম)-এর সাথে আয়াত গুলো উচ্চারণ করলেন এবং এই গুলো তাঁর অন্তরে গেঁথে গেলো।

অতপর জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) চলে যান। ভীত কম্পিত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেরা গুহা থেকে নেমে ঘরে ফেরেন এবং স্ত্রী খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদকে (রা) ডেকে বলেন, 'যাম্মিলুনী যাম্মিলুনী।' (আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও)।

ভীতি ভাব কেটে গেলে তিনি বললেন, "খাদীজা, আমার কী হয়ে গেলো। আমার তো জীবনের ভয় ধরে গেছে।" খাদীজা (রা) বললেন, "আপনি আশ্বস্ত হোন। আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করেন, সত্য কথা বলেন, আমানাতের হিফাযাত করেন, অসহায় লোকদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, নিজে উপার্জন করে অভাবীদেরকে দান করেন। আতিথ্য রক্ষা করেন এবং ভালো কাজে সহযোগিতা করেন।"

সূরা আল 'আলাকের এই পাঁচটি আয়াত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি নাযিলকৃত প্রথম ওহী।

ঈসায়ী ৬১০ সনের রমাদান মাসে এই আয়াত গুলো নাযিল হয়। এই আয়াতগুলোতে সৃষ্টি জগতের মহান স্রষ্টা আল্লাহ কেন্দ্রিক জ্ঞান চর্চার আহবান জানানো হয়েছে। মাতৃগর্ভে সন্তানের উন্মেষ হওয়ার প্রথম কয়েকটি দিন জরায়ু গাত্রে ঝুলে থাকা অতি ছোট্ট একটি রক্ত পিণ্ড থেকে যে মানুষের যাত্রা শুরু, সেই জ্ঞান তাঁকে দেওয়া হয়েছে। তদুপরি নগণ্য অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করে জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মানুষ যে অসামান্য অবস্থায় উন্নীত হয়, সেই সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করা হয়েছে।

এই আয়াত কয়টিতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে নবী বানানো হয়েছে সেই ধারণা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু নবী হিসেবে তাঁর করণীয় কী তা এই আয়াতগুলোতে বলা হয়নি।

প্রথম ওহী নাযিলের পর কেটে যায় কয়েকটি মাস। এই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন মাক্কার একটি পথ ধরে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ওপর থেকে একটি আওয়াজ ভেসে আসে। উপরের দিকে তাকিয়ে তিনি জিবরাঈলকে (আলাইহিস সালাম) দেখতে পান এবং দ্রুত কদমে ঘরে ফিরে স্ত্রীকে বলেন, "যাম্মিলুনী যাম্মিলুনী।"

গায়ে কম্বল জড়িয়ে তিনি শুয়ে পড়েন। কিন্তু জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) তাঁর সংগ ছাড়লেন না। তিনি সূরা আল মুদ্দাসসিরের এই সাতটি আয়াত আবৃত্তি করলেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়াত গুলো পড়লেন এবং এই গুলো তাঁর অন্তরে গেঁথে গেলো।

৪। ব্যাখ্যা

☐ يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ.

এটি এই সূরার প্রথম আয়াত। এই আয়াতের 'মুদ্দাসসির' শব্দটি নিয়ে এই সূরার নাম করণ করা হয়েছে।

এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে 'ওহে আবৃত ব্যক্তি' অথবা 'ওহে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি।'

এটি একটি প্রীতিপূর্ণ সম্বোধন।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন 'ইয়া মুহাম্মাদু' কিংবা 'ইয়া আইউহান্নাবীউ' বলেও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বোধন করতে পারতেন। তা না করে তিনি এই প্রীতিপূর্ণ সম্বোধন ব্যবহার করাটাই পছন্দ করেছেন।

☐ قُمْ فَاَنْذِرْ.

এটি এই সূরার দ্বিতীয় আয়াত। এর অর্থ 'ওঠ, এবং (লোকদেরকে) সাবধান কর।'

এই আয়াতের মাধ্যমে নবী হিসেবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্যতম কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে।

قُمْ শব্দের অর্থ 'ওঠ'। আবার এর অর্থ হয় 'দাঁড়াও', 'কর্তব্য কর্মে নেমে পড়'।

فَاَنْذِرْ অর্থ 'লোকদেরকে সাবধান কর।'

অর্থাৎ লোকেরা স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করে একদিকে দুনিয়ার জীবনে অশান্তি ভোগ করছে, অপর দিকে আখিরাতের অনন্ত জীবনে চিরন্তন শাস্তি ভোগ করা সুনিশ্চিত করছে। অতএব এই বিষয়ে তুমি তাদেরকে সতর্ক কর। তাদেরকে স্বেচ্ছাচারিতা পরিহার করতে বল।

□ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ .

অর্থ 'এবং তোমার রবের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর, প্রতিষ্ঠা কর।'

এটি এই সূরার তৃতীয় আয়াত। এই আয়াতটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। ছোট্ট দুইটি শব্দের মাধ্যমে নবী হিসেবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রধান কর্তব্য কী তা তাঁকে বলে দেওয়া হয়েছে। আর সেই সুমহান কর্তব্যটি হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা ও প্রতিষ্ঠা করা।

মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ। মহাবিশ্ব আল্লাহর বিধান মেনে চলে আল্লাহরই বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি প্রদান করছে। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ। মানুষের কর্তব্য আল্লাহর বিধানগুলো মেনে চলে আল্লাহর বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি প্রদান করা।

কিন্তু মানুষ নবী-রাসূলদের প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অপর কোন মানুষ কিংবা অপর কোন সৃষ্টিকে বড়ো কিংবা শ্রেষ্ঠ মনে করে তার বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। এটি মানুষের জন্য সমীচীনও নয়, শোভনীয়ও নয়।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবির্ভাবকালে সামগ্রিকভাবে গোটা মানবগোষ্ঠী এই অসমীচীন ও অশোভনীয় কাজটিই করছিলো। এমতাবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন নির্দেশ দিলেন, 'ওয়া রাব্বাকা ফা-কাব্বির' (তোমার রবের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ কর, প্রতিষ্ঠা কর)। উল্লেখ্য যে বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব শব্দটির সমভাব প্রকাশক আরেকটি শব্দ হচ্ছে সার্বভৌমত্ব। এই ছোট্ট আয়াতটি দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি আদায় করে তাঁরই প্রতি আনুগত্যশীল জীবন যাপনের জন্য মানবগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস চালাবার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দেওয়া হয়।

□ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ .

অর্থ 'এবং তোমার পোশাক পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখ।'

এটি এই সূরার চতুর্থ আয়াত।

طُهْرٌ শব্দটি 'তুহরুন' বা 'তাহারাত' শব্দ থেকে উৎসারিত। 'তুহরুন' বা 'তাহারাত' শব্দটি যুগপৎ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্থ প্রকাশ করে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বভাবগত ভাবেই পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করতেন। তিনি যেন সচেতনভাবে এবং কর্তব্য মনে করে তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখেন তারই শিক্ষা রয়েছে এই আয়াতে।

নৈতিক দিক দিয়ে পোশাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার অর্থ হচ্ছে, পোশাক এমন হতে হবে যাতে অহংকার প্রকাশ পাবে না, তাতে কুরুচির ছাপও থাকবে না। উল্লেখ্য যে এই আয়াতের শিক্ষা পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। মুমিনদের বিছানার চাদর, বালিসের কাভার, দরওয়াজা-জানালার পর্দা, আসবাব পত্র, গৃহের অভ্যন্তর এবং বহিরাংগন পরিচ্ছন্ন রাখাও এই শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

اِنَّ اللهَ نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ....فَنَظِّفُوْا اَفْنِيَتَكُمْ.

[ছালিই ইবনু আবি হাসসান(রহ), জামে আত তিরমিযী, হাদীস নাম্বার-২৭৩৬]

'নিশ্চয়ই আল্লাহ পরিচ্ছন্ন, তিনি পরিচ্ছন্নতা ভালো বাসেন।'... অতএব তোমরা তোমাদের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখ।"

□ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ.

অর্থ 'এবং যাবতীয় মলিনতা থেকে দূরে থাক।'

এটি এই সূরার পঞ্চম আয়াত। এটিও একটি ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত।

চিন্তা-চেতনায়, আচার-আচরণে এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ডে জাহিলিয়াতের মলিনতার সামান্যতম ছোঁয়াও যেন লাগতে না পারে সেই জন্য অতন্দ্র প্রহরীর মতো সতর্ক থাকার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

□ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ.

অর্থ 'এবং বেশি পাবে আশায় অনুগ্রহ করো না।'

এটি এই সূরার ষষ্ঠ আয়াত। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি আদায়ের প্রয়াসে নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য এটি আবশ্যিকভাবে অনুসরণীয় একটি নীতি।

মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেওয়া, মানুষকে স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করা থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যশীল জীবন যাপনের দিকে টেনে আনা, মানুষের প্রতি অতি বড়ো অনুগ্রহ।

এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, এই বিরাট অনুগ্রহের কাজটি করতে হবে শুধু আল্লাহর জন্য, অন্য কারো কাছ থেকে কোন রূপ বিনিময় পাওয়ার জন্য নয়। পরিপূর্ণ নিঃস্বার্থতাসহকারে এই কাজ করতে হবে, কোনরূপ বৈষয়িক স্বার্থ-সুবিধা লাভের আশা মনে পোষণ করা যাবে না।

এই শিক্ষা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অন্য সব নবী-রাসূলকেও দিয়েছিলেন। তাই তো আমরা তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শুনি,

وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ج اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

'আমি তো তোমাদের কাছে এই কাজের কোন বিনিময় চাচ্ছি না। আমার বিনিময় তো রয়েছে রাব্বুল 'আলামীনের নিকট।'

নূহ (আলাইহিস সালাম) কুর্দিস্তান-এর অধিবাসীদেরকে (আশ্ শূ'আরা, ১০৯),

হূদ (আলাইহিস সালাম) 'আদ জাতিকে (আশ্ শূ'আরা, ১২৭),

ছালিহ (আলাইহিস সালাম) ছামুদ জাতিকে (আশ্ শূ'আরা, ১৪৫),

লূত (আলাইহিস সালাম) ট্রান্সজর্ডনের অধিবাসীদেরকে (আশ্ শূ'আরা, ১৪৬),

এবং শু'আইব (আলাইহিস সালাম) মাদ্ইয়ানবাসীদেরকে (আশ্ শূ'আরা, ১৮০),

সম্বোধন করে এ কথাই বলেছিলেন।

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. □

এটি এই সূরার সপ্তম আয়াত। এটিও একটি তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবেমাত্র নবুওয়াতের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হলো। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব

মেনে নেওয়ার ডাক তিনি এখনো দেননি। ফলে ময়দানে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এখনো দেখা যায়নি। তথাপিও আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অগ্রিম জানিয়ে দিলেন যে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য-পালন করতে গেলে তাঁকে বাধা-প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে। চলার পথের বাঁকে বাঁকে কঠিন পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হবে। বাধা যতোই কঠিন হোক না কেন, পরিস্থিতি যতোই ভীতিপ্রদ হোক না কেন তাঁকে কর্তব্য কর্মে দৃঢ়পদ থাকতে হবে।

৫। শিক্ষা

- ☐ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব তথা সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমাদেরকে নিবেদিত হতে হবে।
- ☐ আমাদের পোশাক হতে হবে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন, রুচিশীল এবং গর্ব অহংকারের ছাপমুক্ত। আমাদের গৃহাংগন ও গৃহের পার্শ্বস্থ অংগনও হতে হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।
- ☐ আমাদের চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ড হতে হবে জাহিলিয়াতের মলিনতার ছোঁয়া মুক্ত।
- ☐ আমাদেরকে আল্লাহর বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে হবে নিঃস্বার্থভাবে, কোনরূপ বৈষয়িক স্বার্থ সুবিধা লাভের আশা থেকে মনকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত রেখে।
- ☐ আমাদেরকে বিরোধিতা, বাধা-বিপত্তি এবং কঠিন পরিস্থিতির মুকাবিলায় আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে ছবর অবলম্বন করতে হবে।

—o--

সূরা হামীমুস সাজদাহ

আয়াত : ৩০-৩৩

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

১। আয়াত

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ○

نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ○

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

২। ভাবানুবাদ

৩০. 'যেইসব লোক বলে : 'আল্লাহ আমাদের রব' এবং এই কথার ওপর অটল থাকে, নিশ্চয়ই তাদের প্রতি ফেরেশতা নাযিল হয় যারা বলতে থাকে, 'ভয় পেয়োনা, চিন্তাক্লিষ্ট হয়ো না, আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও তোমাদের জন্য যার ওয়াদা করা হয়েছে।'

৩১. আমরা এই দুনিয়ার জীবনে তোমাদের সংগী-সাথী, আখিরাতেও। সেখানে তোমরা যা আকাংখা করবে তা তোমাদের হবে, সেখানে তোমরা যা চাইবে তা-ই পাবে।

৩২. এ হচ্ছে ক্ষমাশীল মেহেরবান সত্তার পক্ষ থেকে মেহমানদারীর আয়োজন।

৩৩. ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে যে লোকদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকে, আল-'আমালুছ ছালিহ করে এবং বলে : "অবশ্যই আমি মুসলিমদের একজন।'

৩। পরিপ্রেক্ষিত

- ☐ ঈসায়ী ৬১০ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াত লাভ করেন।
- ☐ প্রথম তিনটি বছর তিনি নিরবে আদ্‌দা'ওয়াতু ইলাল্লাহর কাজ করেন।
- ☐ অতপর তিনি সরবে আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ-র কাজ শুরু করেন।
- ☐ কিছুসংখ্যক সত্যসন্ধানী এবং সাহসী যুবক-যুবতী তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন।
- ☐ আবু জাহল আমর ইবনু হিশাম, উতবা ইবনু রাবীয়া, শাইবা ইবনু রাবীয়া, আল ওয়ালিদ ইবনুল মুগীরা, উমাইয়া ইবনু খালাফ, আস ইবনু ওয়াইল প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁর আহ্বান কবুল করেনি।

  ফলে আম-জনতা ইসলাম গ্রহণ করার সাহস পায় নি।
- ☐ ইসলাম-বিদ্বেষীরা বিরোধিতা শুরু করে।

  প্রথমে ঠাট্টা-বিদ্রূপ,
  অতপর গালমন্দ,
  অতপর হুমকি-ধমকি,
  অতপর অপপ্রচার এবং
  শেষাবধি দৈহিক নির্যাতন করে ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে চায় দুশমনেরা।
  মুমিনগণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন।
  [উসমান ইবনু আফফান (রা), তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ (রা), বিলাল ইবনু রাবাহ (রা), আবু ফাকীহা (রা), ইয়াসির (রা), সুমাইয়া বিনতু খুব্বাত (রা), উম্মু শুরাইক (রা), লুবাইনা (রা), খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) প্রমুখ দৈহিকভাবে নির্যাতিত হন।]

- ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য ঘরদোর, বাগ-বাগিচা, পশু-পাল, ব্যবসা-বাণিজ্য-ইত্যাদি পেছনে ফেলে একদল মুমিন হাবশায় হিজরাত করেন।
- উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নি। হামজা ইবনু আবদিল মুত্তালিব (রা) তখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।
- উতবা ইবনু রাবীয়ার অবান্তর প্রস্তাব–

একদিন কা'বার চত্বরে একদিকে বসা ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), অপর দিকে বসা ছিলো মুশরিক নেতাগণ।

অন্যতম মুশরিক নেতা উতবা ইবনু রাবীয়া বললো, 'তোমরা একমত হলে আমি মুহাম্মাদের কাছে কতগুলো প্রস্তাব রাখতে চাই। তারা তার সাথে একমত হলে উতবা ইবনু রাবীয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে এসে বসলো এবং ইসলাম প্রচার ত্যাগের শর্তে নিম্নের প্রস্তাবগুলো পেশ করলো :

"ভাতিজা, তুমি যেই কাজ শুরু করেছো তার উদ্দেশ্য যদি হয় অর্থ-সম্পদ লাভ, তাহলে আমরা তোমাকে এতো অর্থ-সম্পদ দেবো যে তুমি হবে সবার চেয়ে বেশি ধনী। তুমি যদি শ্রেষ্ঠত্ব চাও, আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নেবো। তুমি যদি রাজা হতে চাও, আমরা তোমাকে আমাদের রাজা বানাবো। কিন্তু....।" উতবা ইবনু রাবীয়ার অবান্তর বক্তব্যের জওয়াবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা হামীমুস সাজদাহ পড়া শুরু করেন এবং ৩৮ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত পড়ে সাজদা করেন।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল নবুওয়াতের পঞ্চম সনে।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে নবুওয়াতের পঞ্চম সনের কোন এক সময় এই সূরাটি নাযিল হয়।

এই সূরাতে–

(১) ইসলাম-বিরোধীদের বিভিন্ন অযৌক্তিক প্রচারণার জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

(২) মুমিনদের ওপর যুলম নির্যাতন চালানোর কারণে ইসলামবিরোধীদেরকে আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে।

[হূদ (আ) এর কাউম বানু আদ এবং ছালিহ (আ)-এর কাউম বানু সামূদের ওপর নাযিলকৃত আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।]

(৩) নির্যাতিত মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে।

(৪) আর মুমিনদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ তো তারা যারা সর্বাবস্থায় আল''আমালুছ ছালিহ করে, লোকদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করে : অবশ্যই আমি মুসলিমদের একজন।

৪। ব্যাখ্যা

□ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ

অর্থ : 'তারা বলে : আল্লাহ আমাদের রব।'

'রব' মানে প্রভু, মুনীব, প্রতিপালক, তত্ত্বাবধায়ক, ক্ষমতাশালী-প্রতাপশালী-কর্তৃত্বশীল সত্তা ইত্যাদি।

"আল্লাহ আমাদের রব"- এই ঘোষণা দেওয়ার মানে হচ্ছে আল্লাহকে "প্রভু" বলে মেনে নেওয়া এবং নিজেরা তাঁর "আবদ" রূপে তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল জীবন যাপনের সংকল্প ব্যক্ত করা।

"আল্লাহ আমাদের রব"– এই ঘোষণা দেওয়ার মানে হচ্ছে আল্লাহকে "মুনীব" বলে মেনে নেওয়া এবং নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে আল্লাহমুখী করা ও কর্মধারাকে আল্লাহমুখী করা।

"আল্লাহ আমাদের রব"– এই ঘোষণা দেওয়ার মানে হচ্ছে আল্লাহকে "প্রতিপালক" বলে বিশ্বাস করা এবং তাঁর প্রতিপালন ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল হওয়া।

"আল্লাহ আমাদের রব"– এই ঘোষণা দেওয়ার মানে হচ্ছে আল্লাহকে "তত্ত্বাবধায়ক" বলে মানা এবং তাঁর তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার অধীনে আছি বলে বিশ্বাস রাখা।

"আল্লাহ আমাদের রব"– এই ঘোষণা দেওয়ার মানে হচ্ছে একমাত্র আল্লাহকে "ক্ষমতাশালী-প্রতাপশালী- কর্তৃত্বশীল" সত্তা রূপে গ্রহণ করে তাঁর প্রতি আত্মসমর্পী হওয়া।

"আল্লাহ আমাদের রব"– এই ঘোষণা দেওয়ার মানে হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর বড়ত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব (সার্বভৌমত্ব) প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা। কারণ, তাঁর নির্দেশ হচ্ছে– "ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির।"

ثُمَّ اسْتَقَامُوْا. ☐

অর্থ : 'অতপর ইসতিকামাত করে।'

[অর্থাৎ দৃঢ়তা-অটলতা-অবিচলতা অবলম্বন করে।]

(১) আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "বহু মানুষ আল্লাহকে তাদের রব বলে ঘোষণা করে, কিন্তু অধিকাংশ আবার কাফির হয়ে যায়। দৃঢ়পদ সেই ব্যক্তি যে মৃত্যু পর্যন্ত এই আকীদা আঁকড়ে ধরে থাকে।"

[আনাস ইবনু মালিক (রা), সুনানু আন-নাসায়ী, ইবনু আবী হাতিম, ইবনু জারীর।]

(২) আবু বাকর আছ্ ছিদ্দিক (রা) বলেছেন, "[দৃঢ়পদ ওই ব্যক্তিরা যারা ঈমান আনার পর] আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করে নি, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় নি।" [ইবনু জারীর]

(৩) উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, "আল্লাহর শপথ, নিজ আকীদায় দৃঢ় ও স্থির তারাই যারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, শিয়ালের মতো এই দিক থেকে ঐ দিক, ঐ দিক থেকে এই দিকে ছুটে বেড়ায় না।" [ইবনু জারীর]

(৪) উসমান ইবনু আফফান (রা) বলেছেন, "(দৃঢ়পদ তারা) যারা নিজের আমলকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে।" [কাশ্ শাফ]

(৫) আলী ইবনু আবী তালিব (রা) বলেছেন, "(দৃঢ়পদ তারা যারা) আল্লাহর নির্ধারিত ফারযগুলো একনিষ্ঠভাবে আদায় করছে। [কাশ্ শাফ]

(৬) দৃঢ়পদ ব্যক্তিদের সম্পর্কে এই যুগের শ্রেষ্ঠ মুফাসসির সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) বলেছেন, "অর্থাৎ হঠাৎ কখনো রব বলে ঘোষণা করে থেমে যায় নি এবং এমন ভ্রান্তিতেও লিপ্ত হয় নি যে আল্লাহকে তো রব বলে ঘোষণা করেছে, আবার তার সাথে অন্যদেরকেও রব বলে মেনে নিয়েছে। বরং একবার এই আকীদা গ্রহণ করার পর সারা জীবন এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছে। এর পরিপন্থী কোন আকীদা গ্রহণ করে নি কিংবা এর সাথে কোন বাতিল আকীদার সংমিশ্রণও ঘটায় নি এবং নিজের কর্মজীবনে তাওহীদী আকীদার দাবিগুলো পূরণ করেছে।"

দ্রষ্টব্য : তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, সূরা হামীমুস সাজদাহর তাফসীরের ৩৩ নাম্বার টীকা।

□ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ.

অর্থ : 'তাদের প্রতি ফেরেশতা নাযিল হয়।'

ফেরেশতাগণ আল্লাহর সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত কর্মচারী। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁদেরকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রেখেছেন।

(১) একদল ফেরেশতা আল্লাহর আরশ বহন করেন।

(২) একদল ফেরেশতা পাহাড়-পর্বত তত্ত্বাবধান করেন।

(৩) একদল ফেরেশতা নদী-সাগর-মহাসাগর তত্ত্বাবধান করেন।

(৪) একদল ফেরেশতা বাতাস প্রবাহিত করেন।

(৫) একদল ফেরেশতা মেঘ পরিচালনা করেন।

(৬) একদল ফেরেশতা মানুষের তাকদীর লিপিবদ্ধ করেন।

(৭) একদল ফেরেশতা মানুষের রিযকের ব্যবস্থা করেন।

(৮) একদল ফেরেশতা মানুষের আমলনামা লিপিবদ্ধ করেন।

(৯) একদল ফেরেশতা অবাধ্য জাতিকে শাস্তি দেন।

(১০) আজরাঈলের (আ) নেতৃত্বে একদল ফেরেশতা মানুষের রূহ কবজ করেন।

(১১) একদল ফেরেশতা মানুষকে কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

(১২) একদল ফেরেশতা জাহান্নামের তত্ত্বাবধান করেন।

(১৩) একদল ফেরেশতা জান্নাতের তত্ত্বাবধান করেন।

(১৪) অন্যতম ফেরেশতা ইসরাফিল (আ) বিউগল হাতে নিয়ে ফুঁ দেওয়ার জন্য আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন।

(১৫) জিবরাঈল (আ) নবী রাসূলদের নিকট আল্লাহর ওহী নিয়ে আসতেন। এখন তিনি লাইলাতুল কাদরে বহু সংখ্যক ফেরেশতা নিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসেন।

এখানে বিশেষ এক শ্রেণীর ফেরেশতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এই ফেরেশতাগণ আল্লাহর নির্দেশে মাযলুম মুমিনদের মনে হিম্মাত, নিশ্চিন্ততা এবং প্রশান্তি সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করেন। আর মুমিনদেরকে অনাগত সফলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ. □

অর্থ : 'ক্ষমাশীল মেহেরবান সত্তার পক্ষ থেকে মেহমানদারীর আয়োজন।'

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন দৃঢ়পদ মুমিনদের মেহমানদারীর জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন।

(১) জান্নাত মহাবিস্তৃত আরামদায়ক স্থান।

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ○

সূরা আলে ইমরান ॥ ১৩৩

'এবং দ্রুত এগিয়ে চল তোমাদের রবের মাগফিরাত এবং জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান ও পৃথিবীর প্রশস্ততার সমান।'

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ○

সূরা আল হাদীদ ॥ ২১

'তোমরা প্রতিযোগিতা করে দ্রুত এগিয়ে চল তোমাদের রবের মাগফিরাত এবং জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান ও পৃথিবীর প্রশস্ততার সমান।'

একজন কম মর্যাদাবান জান্নাতীও পাবেন বর্তমান পৃথিবীর দশ গুণ বড়ো স্থান।

(২) জান্নাত অগণিত অফুরন্ত নিয়ামতে পরিপূর্ণ স্থান।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ○

সূরা কা-ফ ॥ ৩৫

'সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই পাবে। আর আমার কাছে আরো বহু কিছু রয়েছে তাদের জন্যে।'

اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ○

ছহীহ আলবুখারী।

আল্লাহ বলেন, 'আমি আমার ছালিহ বান্দাদের জন্য এমন সব নিয়ামত মওজুদ করে রেখেছি যা কোন চোখ কখনো দেখে নি, যার কথা কোন কান কখনো শুনে নি এবং যার ধারণা কোন হৃদয়ে কখনো উদিত হয় নি।'

(৩) জান্নাতের জীবন অনন্ত জীবন।

পৃথিবীর জীবন রোগ-শোকযুক্ত জীবন।

পৃথিবীর জীবন অভাব-অনটনযুক্ত জীবন।

পৃথিবীর জীবন ক্ষয়যুক্ত জীবন।

পৃথিবীর জীবন মৃত্যুযুক্ত জীবন।

পক্ষান্তরে–

জান্নাতের জীবন রোগ-শোক মুক্ত জীবন।

জান্নাতের জীবন অভাব-অনটন মুক্ত জীবন।

জান্নাতের জীবন ক্ষয় মুক্ত জীবন।

জান্নাতের জীবন মৃত্যু মুক্ত জীবন।

উল্লেখ্য যে–

অনন্ত জীবন এবং অক্ষয় সাম্রাজ্য লাভের আকাংখা মানুষের মনের গভীরে প্রোথিত দুইটি প্রধান আকাংখা।

এই দুইটি আকাংখাকে উসকে দিয়ে ইবলীস আদম (আ)কে ধোঁকা দিয়েছিলো।

সে বলেছিলো–

'ইয়া আদামু হাল আদুল্লুকা 'আলা শাজারাতিল খুলদি ওয়া মুলকিন লা ইয়াবলা।" [সূরা তা-হা ॥ ১২০]

'হে আদম, আমি কি তোমাকে এমন গাছের সন্ধান দেবো যার ফল খেলে তুমি অনন্ত জীবন ও অক্ষয় সাম্রাজ্য লাভ করবে।'

কিন্তু পৃথিবীর জীবনে মানুষের এই দুইটি আকাংখা পূর্ণ হবার নয়। এই দুইটি আকাংখা পূর্ণ হবার স্থান জান্নাত।

□ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللهِ.

অর্থ : 'ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে যে লোকদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকে।'

প্রতিদিন আমরা অসংখ্য কথা বলে থাকি। যেই কথাগুলো বলে আমরা লোকদেরকে আল্লাহর পথে ডাকি সেই কথাগুলোকেই সর্বোত্তম কথা বলে আল্লাহ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। অর্থাৎ এই কথা বলাতেই যেন আমরা ব্যস্ত থাকি সেই ব্যাপারে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছেন।

আবার আদ্-দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ্-র (ক) কর্ম-কৌশল, (খ) দা'ওয়াত প্রদানের কাংখিত মান এবং (গ) পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল কুরআনে নিম্নরূপ ধারণা ব্যক্ত করেছেন :

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

আন-নাহল ॥ ১২৫

'তোমার রবের পথে লোকদেরকে ডাক বিজ্ঞতা সহকারে, সুন্দর বক্তব্যের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে যুক্তি-তর্ক কর অতীব উন্নত মানে। অবশ্যই তোমার রব ভালো করেই জানেন কে তাঁর পথ থেকে সরে গেছে এবং তিনি জানেন কে সঠিক পথ প্রাপ্ত।'

وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلاَّ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

সূরা আন্ নূর ॥ ৫৪, আল 'আনকাবূত ॥ ১৮

'আর সুস্পষ্টভাবে আমার পয়গাম (লোকদের কাছে) পৌছিয়ে দেওয়াই রাসূলের কর্তব্য।'

اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ ج وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

সূরা আল কাসাস ॥ ৫৬

'তুমি যাকে চাও তাকেই হিদায়াত করতে পার না। আল্লাহ যাকে চান তাকেই হিদায়াত করেন। আর তিনি হিদায়াত প্রাপ্তদেরকে ভালো করেই জানেন।'

إِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

সূরা আন্ নাহ্‌ল ॥ ৩৭

'তুমি তাদের হিদায়াতের জন্য যতোই লালায়িত হওনা কেন আল্লাহ্ যাদেরকে গুমরাহ করে দিয়েছেন তাদেরকে হিদায়াত দেন না। আর এই ধরনের লোকদেরকে কেউ সাহায্য করতে পারে না।'

☐ وَعَمِلَ صَالِحًا.

অর্থ : 'এবং আল 'আমালুছ ছালিহ করে।'

এই কথাটির মাধ্যমে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন সূক্ষ্মভাবে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, দা'য়ী ইলাল্লাহ্‌র মুখের কথা ও কাজে বৈপরীত্য থাকতে পারে না।

প্রশ্নবিদ্ধ চরিত্র, প্রশ্নবিদ্ধ লেনদেন এবং প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ মুখে উচ্চারিত সুন্দর কথাগুলোর প্রভাব বিনষ্ট করে দেয়।

☐ وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ : 'এবং বলে : অবশ্যই আমি মুসলিমদের একজন।'

এই কথাটির মাধ্যমে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বুঝাতে চাচ্ছেন যে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূল হোক, কিংবা প্রতিকূল, প্রকৃত মুমিনকে সর্বাবস্থায় তার মুসলিম আইডেনটিটি নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে।

৫। শিক্ষা

আল্লাহকে নিজেদের রব বলে ঘোষণা দিয়ে যারা নিজেদের চিন্তা ও কর্মে তার প্রতিফলন ঘটায়, বিশেষ করে 'আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ্‌র-র' কাজে আত্মনিয়োগ করে এবং প্রতিকূলতাসত্ত্বেও মুসলিম আইডেনটিটি নিয়ে মাথা উচুঁ করে দাঁড়ায়, সম্মানিত ফেরেশতাগণ হন তাদের বন্ধু এবং আখিরাতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাদেরকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করবেন।

--০--

সূরা আশ্ শূরা

আয়াত : ১৩

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

১। আয়াত

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ط كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ط اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ○

২। ভাবানুবাদ

'তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য দীনের সেই বিধান নির্ধারিত করেছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন এবং যা এখন আমি তোমার নিকট ওহীর মাধ্যমে পাঠাচ্ছি এবং যার নির্দেশ আমি দিয়েছিলাম ইবরাহীমকে, মূসাকে এবং ঈসাকে, (আর তা হচ্ছে :) "এই দীন কায়েম কর এবং এতে বিভেদ-বিভক্তি-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করো না।" তুমি মুশরিকদেরকে যেই দিকে আহ্বান জানাচ্ছো তা তাদের নিকট খুবই অপছন্দনীয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন করে নেন এবং যেই ব্যক্তি তাঁর দিকে আসতে চায় তিনি তাকে পথ দেখান।'

৩। পরিপ্রেক্ষিত

- ঈসায়ী ৬১০ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াত লাভ করেন।

- প্রথম তিনটি বছর তিনি নিরবে আদ্‌দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ্‌র কাজ করতে থাকেন।
- তিন বছর পর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁকে সরবে আদ্‌ দা'ওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দেন।
- নির্দেশ পেয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আছ্‌ ছাফা পাহাড়ে উঠে 'ইয়া সাবাহাহ', 'ইয়া সাবাহাহ' ধ্বনি দেন।
- সেই ধ্বনি শুনে লোকেরা পাহাড়ের পাদদেশে জড়ো হলে তিনি একটি দা'ওয়াতী বক্তব্য পেশ করেন।
- অতপর শুরু হয় বিরোধিতা। গালমন্দ, হুমকি-ধমকি, অপ-প্রচার এবং শেষাবধি শুরু হয় দৈহিক নির্যাতন।
- নবুওয়াতের পঞ্চম সনে নির্যাতিত মুসলিমরা গোপনে হাবশায় হিজরাত করে যেতে থাকেন।
- এই কঠিন সময়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন নাযিল করেন সূরা হামীমুস্‌ সাজদাহ। এর পরই নাযিল করেন সূরা আশ্‌ শূরা।
- এই সূরাতে ইসলাম বিদ্বেষীদের অবান্তর অভিযোগের জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

  কল্যাণকামী নবীর পজিশন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহই যে একমাত্র সার্বভৌম সত্তা সেই কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

  সকল নবী যে একই দীন নিয়ে এসেছিলেন এবং ইকামাতুদ দীনই যে ছিলো তাঁদের জীবন মিশন সেই সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ায় স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করলে আখিরাতে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে- সেই সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে।

৪। ব্যাখ্যা

অর্থ : 'তোমাদের জন্য তিনি (আল্লাহ) নির্ধারিত করেছেন।'

এখানে "তোমাদের জন্য" বাক্যাংশ দ্বারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

আমরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসারী। অতএব আমরা এই সম্বোধিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।

□ اَلدِّيْنُ.

অর্থ : 'আদ্ দীন' শব্দের বহু ক'টি অর্থ রয়েছে।'

এই শব্দটির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ হচ্ছে : আইন-কানুন, বিধি-বিধান, আনুগত্য-বিধান এবং জীবন বিধান।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ○

সূরা আলে ইমরান ॥ ১৯

"আল্লাহর নিকট আল-ইসলামই এক মাত্র দীন।"

আল-ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কর্তৃক তাঁর সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত বিধান। গোটা বিশ্বময় প্রতিষ্ঠিত, প্রাকৃতিক আইন বলে পরিচিত, বিধানগুলো আসলে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান।

বিশেষ অর্থে আল-ইসলাম হচ্ছে মানুষের জন্য আল্লাহ-প্রদত্ত জীবন বিধান।

আল্লাহ-প্রদত্ত জীবন বিধান নির্ভুল, ভারসাম্যপূর্ণ এবং কল্যাণকর।

আল্লাহ চান, মানুষ শুধু আল-ইসলামকেই তাদের জীবন বিধানরূপে গ্রহণ করুক।

অপর কারো রচিত জীবন বিধান পরিহার করে চলুক।

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

সূলা আলে ইমরান ॥ ৮৫

'এবং কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন বিধান তালাশ করে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

□ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ.

অর্থ– 'দীন কায়েম কর।'

অর্থাৎ আল-ইসলাম কায়েম কর। (কায়েম হয়ে গিয়ে থাকলে তা কায়েম রাখ।)

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে নূহ (আ), ইবরাহীম (আ), মূসা (আ) এবং ঈসা (আ)-এর প্রতিও একই নির্দেশ ছিলো।

মানব ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের কয়েকজন নবীর নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আসলে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বুঝাতে চাচ্ছেন যে সকল নবীরই জীবন মিশন ছিলো ইকামাতুদ্ দীন।

নবীর উম্মাতের জীবন মিশনও ইকামাতুদ্ দীন।

আমরা সর্বশেষ নবীর উম্মাত।

আমাদের জীবন মিশনও ইকামাতুদ্ দীন।

যেই আল্লাহ "আকীমুছ্ ছালাত" নির্দেশ দেওয়ার কারণে ছালাত কায়েম করা ফারয হয়েছে, সেই আল্লাহই নির্দেশ দিয়েছেন "আকীমুদ্ দীন", অতএব দীন কায়েম করাও ফারয।

"আকীমুছ ছালাত" বাক্যাংশে রয়েছে দীনের একটি অংশ কায়েম করার নির্দেশ।

"আকীমুদ দীন" বাক্যাংশে রয়েছে গোটা দীন কায়েম করার নির্দেশ।

নবীগণ তাঁদের নিজ নিজ উম্মাতকে ছালাত কায়েমের পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

আবার, তাঁরা নিজ নিজ উম্মাতকে দীন কায়েমের পদ্ধতিও শিখিয়েছেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মাতকে ছালাত কায়েমের পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

আবার, তিনি দীন কায়েমের পদ্ধতিও শিখিয়েছেন।

তিনি যেইভাবে ছালাত কায়েম করেছেন, আমরা যদি সেইভাবে ছালাত কায়েম করি তবেই তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে।

আবার, তিনি যেইভাবে দীন কায়েম করেছেন, আমরা যদি সেইভাবে দীন কায়েমের প্রচেষ্টা চালাই তবেই তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে।

তবে, অটোমেটিক দীন কায়েম হয় না।

জোর জবরদস্তি করে দীন কায়েম করা যায় না।

لَاۤ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ ○

সূরা আল বাকারা ॥ ২৫৬

'দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই।'

অতএব কোন ভূ-খণ্ডে দীন কায়েম করতে হলে প্রথমে দীনের মৌলিক শিক্ষাগুলোর সাথে সেই ভূ-খন্ডের আম-জনতার পরিচয় ঘটাতে হবে।

নিম্নোক্ত কথাগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে :

- ☐ আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, সর্বশক্তিমান, অমুখাপেক্ষী, চিরঞ্জীব সত্তা।
- ☐ আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। এই মহাবিশ্বের মালিকানায় এবং পরিচালনায় তাঁর কোন অংশীদার নেই।
- ☐ এই পৃথিবী মহাবিশ্বের অংশ। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবীতে তাঁর আবদ্ এবং খালীফারূপে কর্তব্য পালনের জন্য।
- ☐ মানুষের সুন্দর জীবন, সুন্দর সমাজ-সভ্যতা বিনির্মাণের জন্য তিনি নবীদের মাধ্যমে জীবন বিধান পাঠিয়েছেন।
- ☐ মানুষের কর্তব্য হচ্ছে নবীর নির্দেশনা মতো আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান নিজেদের জীবন ও সমাজ জীবনে কায়েম করা।
- ☐ আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং কর্ম প্রচেষ্টার স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষ এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে, না অপ-ব্যবহার করে তারই পরীক্ষা চলছে।
- ☐ আল্লাহ সরাসরি মানুষের সকল কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছেন। তদুপরি মানুষের কর্মকাণ্ডের বিবরণ তৈরির জন্য তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন।
- ☐ মানুষের পৃথিবীর জীবন মৃত্যু-যুক্ত জীবন। কোনভাবেই মৃত্যুকে এড়ানো যাবে না।
- ☐ আল্লাহ কোন এক সময় বর্তমান মহাবিশ্ব ভেংগে দেবেন এবং নতুন বিন্যাসে আসমান ও পৃথিবী তৈরি করবেন।
- ☐ নতুনভাবে গড়া পৃথিবীর বিশাল প্রান্তরে সকল মানুষকে জীবিত করে ওঠানো হবে। সকলেই উপস্থিত হবে আল্লাহর আদালতে। প্রত্যেক ব্যক্তির

সম্মুখে ফেরেশতাদের তৈরি করা আমলনামা বা কর্মকাণ্ডের বিবরণ পেশ করা হবে। চলবে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ। জওয়াবদিহিতা।

- □ যারা আল্লাহর আবদ্ ও খালীফারূপে তাদের কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে যাবে তাদেরকে অফুরন্ত নিয়ামতে ভরপুর জান্নাতে পাঠানো হবে।

  পক্ষান্তরে যারা স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করে যাবে তাদেরকে কঠিন শাস্তির স্থান জাহান্নামে ঢুকানো হবে।

- □ আখিরাতের জীবন মৃত্যুহীন জীবন, অনন্ত জীবন। সেই জীবনের ব্যর্থতাই প্রকৃত ব্যর্থতা। আর সেই জীবনের সফলতাই প্রকৃত সফলতা।

  এই মৌলিক কথাগুলোকে যারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করেন তাঁরাই হতে পারেন দীন কায়েমের কর্মী।

  আবার কোন ভূ-খণ্ডের আম-জনতা যখন এই কথাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করেন তখনই তৈরি হয় দীন কায়েমের জন্য অত্যাবশ্যক গণ-ভিত্তি।

□ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

'এবং দীনের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তি-বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করো না।'

উল্লেখ্য যে গোড়াতে সকল মানুষ ছিলো একই দীনের অনুসারী, একই উম্মাত। পরবর্তী সময়ে লোকেরা দীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে এবং নিজেরা বহু সংখ্যক উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে।

সকল মানুষকে নতুন করে একই দীনের অনুসারী এবং একই উম্মাতে পরিণত করার প্রয়াস চালিয়েছেন নবী-রাসূলগণ। পৃথিবীতে যতো নবী এসেছেন তাঁদের সকলেই একই দীন নিয়ে এসেছেন।

وَاِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ○ فَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ط كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○

সূরা আল মু'মিনূন ॥ ৫২-৫৩

'তোমাদের এই উম্মাত একই উম্মাত। আমি তোমাদের রব, অতএব আমাকে ভয় করে চল। কিন্তু পরে লোকেরা দীনকে নিজেদের মধ্যে টুকরো টুকরো করে নিয়েছে। প্রত্যেক দলের কাছে যা কিছু আছে তা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট।'

اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ز وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ وَتَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ط كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ○

সূরা আল আম্বিয়া ॥ ৯২-৯৩

'নিশ্চয়ই তোমাদের এই উম্মাত একই উম্মাত। আমি তোমাদের রব, অতএব আমারই ইবাদাত কর। কিন্তু লোকেরা দীনকে নিজেদের মধ্যে টুকরো টুকরো করে ফেললো। সবাই আমার দিকেই প্রত্যাবর্তনশীল।'

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ق ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰـــذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ط فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ○

সূরা আল বাকারা ॥ ৭৯

'অতএব তাদের জন্য ধ্বংস অবধারিত যারা নিজের হাতে লিখন লিখে লোকদেরকে বলে 'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।' এইভাবে তারা সামান্য স্বার্থ হাছিল করে থাকে। তাদের হাতের এই লিখন তাদের ধ্বংসের কারণ এবং তাদের এই উপার্জনও তাদের ধ্বংসের উপকরণ।"

...وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

সূরা আল বাকারা ॥ ৭৫

'এবং তাদের একটি দলের চিরাচরিত রীতি এই যে তারা আল্লাহর বাণী শুনার পর জেনে শুনে তাতে তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন করে।'

....وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلاَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا ۢ بَيْنَهُمْ ج

সূরা আল বাকারা ॥ ২১৩

"এবং মতভেদ তারাই করেছে যাদেরকে সত্যের জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো। তারা সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ লাভ করার পরও কেবল পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিলো বলেই সত্য পরিহার করে বিভিন্ন পথ উদ্ভাবন করে নিয়েছে।'

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ قف وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ط

সূরা আলে ইমরান ॥ ১৯

'আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র দীন। যাদেরকে এই কিতাব দেওয়া হয়েছিলো তারা প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পরও পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করার জন্যই বিভিন্ন পথ উদ্ভাবন করে নিয়েছে।'

"দুনিয়ার যেই কোন জাতির ওপর যেই কিতাবই নাযিল হয়েছে তা ইসলামেরই শিক্ষা দান করেছে। এই আসল দীনকে বিকৃত করে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে যেই সব ধর্ম মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে, সেইগুলোর উদ্ভবের কারণ এই ছাড়া আর কিছুই ছিলো না যে লোকেরা নিজেদের বৈধ সীমা অতিক্রম করে অধিকার, স্বার্থ ও বিশিষ্টতা অর্জন করতে চেয়েছে। আর এইগুলো অর্জন করতে গিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশি মতো আসল দীনের আকীদা-বিশ্বাস, মূলনীতি এবং বিস্তারিত বিধান পরিবর্তন করে ফেলেছে।' [তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ), সূরা আলে ইমরানের তাফসীরের ১৭ নাম্বার টীকা।]

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ط

সূরা আল আন'আম ॥ ১৬০

'যারা নিজেদের দীনকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, নিঃসন্দেহে তাদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই।'

'এখানে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাধ্যমে আল্লাহর দীনের সকল অনুসারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এই প্রসংগে আল্লাহর বক্তব্যের সার নির্যাস হচ্ছে : এক আল্লাহকে রব ও ইলাহ বলে মেনে নাও। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা এবং অধিকারে কাউকে শরীক করো না। আল্লাহর সামনে জওয়াবদিহি করতে হবে মনে করে আখিরাতের প্রতি ঈমান

আন। আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং কিতাবগুলোর মাধ্যমে যেই ব্যাপক মূলনীতি ও মৌল বিষয়ের শিক্ষা দিয়েছেন সেই অনুযায়ী জীবন যাপন কর। এইগুলো চিরকাল আসল দীন হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে এবং এখনো যথার্থ দীন বলতে এইগুলোকেই বুঝায়। শুরু থেকে প্রত্যেক মানুষকে এই দীনই দেওয়া হয়েছিলো। পরবর্তীকালে বিভিন্ন যুগের লোকেরা তাদের নিজস্ব চিন্তা ও মানসিকতার ভ্রান্ত উদ্ভাবনী ক্ষমতার সাহায্যে অথবা নিজেদের প্রবৃত্তি ও লালসার মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবে অথবা ভক্তির আতিশয্যে এই আসল দীনকে বিকৃত করে বিভিন্ন প্রকার ধর্মের সৃষ্টি করেছে। এই দীনের মধ্যে তারা নতুন নতুন কথা মিশিয়ে নিয়েছে। নিজেদের কু-সংস্কার, কল্পনা-বিলাস, আন্দাজ-অনুমান এবং নিজেদের দার্শনিক চিন্তাভাবনার ছাঁচে ফেলে তার আকীদা-বিশ্বাসে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে এবং কাটাই-ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে তাকে পুরোপুরি বিকৃত করে দিয়েছে। অনেক নতুন বিষয় উদ্ভাবন করে তার বিধানসমূহের সাথে জুড়ে দিয়েছে। মনগড়া আইন রচনা করে নিয়েছে। আইনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে অযথা চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে। ছোটখাট বিষয়গুলো নিয়ে মত বিরোধ করার ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছে। গুরুত্বপূর্ণকে গুরুত্বহীন এবং গুরুত্বহীনকে গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে দিয়েছে।

যেইসব নবী-রাসূল এই দীন প্রচার করেছেন এবং যেইসব বুযর্গ ব্যক্তি এই দীনের প্রতিষ্ঠায় জীবনপাত করে গেছেন তাদের কারো কারো প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করেছে। আবার কারো কারো প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রকাশ ঘটিয়েছে এবং তাদের বিরোধিতা করেছে। এইভাবে অসংখ্য ধর্ম ও ধর্মীয়-সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে। এইসব ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব মানব সমাজকে কলহ-বিবাদ ও পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত করেছে। এইভাবে মানব সমাজ দ্বন্দ্বমুখর দল উপদলে বিভক্ত হয়ে চলেছে। কাজেই বর্তমানে যেই ব্যক্তিই আসল দিনের অনুসারী হবে, তার জন্য এইসব বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও দলাদলি থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া এবং তাদের থেকে নিজেদের পথকে আলাদা করে নেওয়াই হবে অপরিহার্য।"

[তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ), সূরা আল আন'আমের তাফসীরের ১৪১ নাম্বার টীকা।]

আসল দীনের অনুসারীদের ওপর এই কর্তব্য বর্তায় যে তারা সত্য দীনের ভেতর পুরোপুরি প্রবেশ করবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ص وَّلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

সূরা আল বাকারা ॥ ২০৮

'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ কর। শাইতানের পদাংক অনুসরণ করো না। অবশ্যই সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন।'

এটাও তাদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য যে তারা দীনকে টুকরো টুকরো করার অপরাধে অপরাধী হবে না বরং গোটা দীনকে সংঘবদ্ধভাবে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا ص

সূরা আলে ইমরান ॥ ১০৩

'এবং তোমরা সবাই সংঘবদ্ধ হয়ে দৃঢ়ভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (ইসলামকে) আঁকড়ে ধর এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ো না।'

তদুপরি এটাও তাদের অন্যতম অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য যে অপরাপর মানুষের সামনে দীনকে পরিচিত করে তোলা কালে তারা দ্বিধাহীন চিত্তে, কোন অংশ গোপন না করে, গোটা দীনকেই উপস্থাপন করবে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً لا اُولٰٓـئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

সূরা আল বাকারা ॥ ১৭৪

'অবশ্যই আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেইসব বিধান নাযিল করেছেন যারা সেইগুলো গোপন করে এবং সামান্য পার্থিব স্বার্থে সেইগুলো বিসর্জন দেয়, তারা আসলে আগুন দিয়ে নিজের পেট ভরতি করছে। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে

কথাই বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ لا اُولٰٓـئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ○

সূরা আল বাকারা ॥ ১৫৯

'যারা আমার অবতীর্ণ শিক্ষাগুলো ও বিধানগুলো গোপন করে, অথচ গোটা মানব জাতিকে পথের সন্ধান দেবার জন্য আমি সেইগুলো আমার কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, অবশ্যই আল্লাহ তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরা তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বোধন করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ط اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○

সূরা হূদ ॥ ১২

'এমন যেন না হয় যে তোমার প্রতি যা ওহী করা হচ্ছে এর মধ্য থেকে তুমি কিছু কথা (প্রকাশ করা থেকে) বাদ দেবে এবং এতে তোমার মন ছোট হয়ে যাবে যে ওরা বলে : এই লোকটির ওপর ধন-ভাণ্ডার নাযিল হয়নি কেন অথবা তাঁর সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন? তুমি তো শুধু সতর্ককারী। আর আল্লাহই সকল বিষয়ে দায়িত্বশীল।'

☐ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ.

অর্থ : 'তুমি মুশরিকদেরকে যেই দিকে আহবান জানাচ্ছো তা তাদের নিকট খুবই অপছন্দনীয়।'

যেই ব্যক্তি আল্লাহর 'যাত' (সত্তা), আল্লাহর 'ছিফাত' (গুণাবলী), আল্লাহর 'ইখতিয়ারাত' (ক্ষমতাবলী) কিংবা আল্লাহর 'হুকুকে' (অধিকারে) শিরক করে সে মুশরিক।

আল্লাহর 'যাত' বা সত্তায় শিরক করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় কিংবা সমকক্ষ কেউ আছে বলে বিশ্বাস করা।

আল্লাহর 'ছিফাত' বা গুণবালীতে শিরক করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কোন গুণ তাঁর সত্তায় যেইভাবে আছে সেইভাবে অন্য কারো মাঝে আছে বলে বিশ্বাস করা। যেমন– জানা, দেখা, শুনা ইত্যাদি।

আল্লাহর 'ইখতিয়ারাত' বা ক্ষমতায় শিরক করার অর্থ হচ্ছে সর্বশক্তিমান সত্তা হিসেবে যেইসব গুণ একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত তা অন্য কারো আছে বলে বিশ্বাস করা। যেমন– কাউকে জীবন দেওয়া, কাউকে মৃত্যু দেওয়া, কাউকে রিযক দেওয়া, কারো ভাগ্য গড়া বা ভাংগা, কারো মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা ইত্যাদি।

আল্লাহর 'হুকুক' বা অধিকারে শিরক করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অধিকারগুলোতে অন্য কারো অধিকার আছে বলে মনে করা। যেমন– সাজদা পাওয়ার অধিকার, কুরবানী ও নযরানা লাভ করার অধিকার, জীবন বিধান প্রণয়নের অধিকার, হারাম-হালাল নির্ধারণের অধিকার, আনুগত্য লাভের অধিকার, ভরশাস্থল হওয়ার অধিকার।

শিরক যেই প্রকারের হোক না কেন তা মস্ত বড়ো গুনাহর কাজ।

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○

সূরা লোকমান ॥ ১৩

'অবশ্যই শিরক অতি বড়ো যুলম।'

এক শ্রেণীর মানুষের অবান্তর কল্পনা-বিলাসই শিরকের উৎপত্তি স্থল।

আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুশরিকদেরকে দীনের আলোকিত রাজপথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেও নির্বোধরা এই নিয়ামতকে মূল্য না দিয়ে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্টিই প্রকাশ করতে থাকে।

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ. □

অর্থ : 'আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা আপন করে নেন এবং যেই ব্যক্তি তাঁর দিকে আসতে চায় তিনি তাকে পথ দেখান।'

পথহারা মানুষদের মধ্য থেকেই আল্লাহ যাদেরকে চান তাদেরকে বেছে বেছে তাঁর দিকে নিয়ে আসেন। অবশ্য আল্লাহ অন্ধভাবে তাঁর নিয়ামত বন্টন করেন না। যেই ব্যক্তি তাঁর দিকে আসতেই চায় না তার পেছনে দৌড়ানো আল্লাহর কাজ নয়। কিন্তু যেই ব্যক্তি তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে চায় আল্লাহ তাকে কাছে টেনে নেন।

৫। শিক্ষা

১। আল্লাহর রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পদাংক অনুসরণ করে গোটা দীন কায়েম করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো মুমিনদের অবশ্য কর্তব্য।

২। দীনের কিছু অংশ প্রকাশ করা, কিছু অংশ গোপন করা, দীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন করা, দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে গুরুত্বহীন করে ফেলা এবং দীনের সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলোকে মন-গড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিকৃত করে ফেলা থেকে বিরত থাকা মুমিনদের অবশ্য কর্তব্য।

৩। হিদায়াত প্রাপ্তি ব্যক্তির আগ্রহ এবং আল্লাহর রাহমাতের ওপর নির্ভরশীল। দীন কায়েম প্রত্যাশীদের কর্তব্য হচ্ছে নিরবচ্ছিন্নভাবে আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ-র কাজ চালিয়ে যেতে থাকা।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে এই শিক্ষাগুলোর আলোকে সঠিকভাবে কর্তব্য পালন করার তাওফীক দান করুন!

--o--

সূরা আল-‘আনকাবুত
আয়াত : ১-৬

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

১। আয়াত

الٓـمّٓ ○ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ ○ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ط سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ط وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ وَمَنْ جٰهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

২। ভাবানুবাদ

‘আলিফ লা-ম-ম্মি-ম। লোকেরা কি মনে করেছে যে ‘আমরা ঈমান এনেছি’ এই কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? অথচ তাদের পূর্ববর্তীদেরকে আমি পরীক্ষা করেছি। কারণ আল্লাহকে তো অবশ্যই জানতে হবে– ঈমানের দাবিতে কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী। যারা অন্যায় কাজ করছে তারা কি ভাবছে যে তারা আমাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে? তারা যা ফায়সালা করছে তা খুবই মন্দ। আর যারা আল্লাহর সাথে

সাক্ষাতের আশা পোষণ করে, সাক্ষাতের নির্দিষ্ট ক্ষণটি অবশ্যই আসবে। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। আর যেই ব্যক্তি জিহাদ করে সে তার নিজের জন্যই জিহাদ করে। অবশ্যই আল্লাহ গোটা সৃষ্টি জগত থেকে অমুখাপেক্ষী।'

৩। পরিপ্রেক্ষিত

ঈসায়ী ৬১০ সনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াত লাভ করেন। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নির্দেশেই তিনি প্রথম তিনটি বছর নিরবে আদ্‌দা'ওয়াতু ইলাল্লাহর কাজ করতে থাকেন। অতপর নির্দেশ আসে সরবে দাওয়াতী কাজ করার।

সংগে সংগে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আছ্‌ছাফা পাহাড়ের ওপর ওঠে "ইয়া সাবাহাহ" "ইয়া সাবাহাহ" ধ্বনি দিতে শুরু করেন।

লোকদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে সমবেত করে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহিত করার জন্য কোন উচ্চস্থানে উঠে 'ইয়া সাবাহাহ' ধ্বনি দেওয়া ছিলো আরব সমাজের একটি নিয়ম।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কণ্ঠে উক্ত ধ্বনি উচ্চারিত হলে মাক্কার লোকেরা ছুটে এসে আছ্‌ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হয়।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যদি বলি তোমাদের ওপর হামলা চালাবার জন্য একদল অশ্বারোহী সৈন্য আবু কুবাইস পাহাড়ের ওদিকে অপেক্ষমান, তোমরা কি বিশ্বাস করবে?' লোকেরা বললো, 'অবশ্যই বিশ্বাস করবো। কারণ তুমি তো কখনো মিথ্যা কথা বল না।' তখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আখিরাতের সমূহ বিপদ এবং তা থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাষণ শেষ হলে আবু লাহাব এক খণ্ড পাথর নবীর দিকে ছুঁড়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তার হাতে তুলে নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলে, 'তোমার সর্বনাশ হোক, এই জন্য তুমি আমাদেরকে ডেকে এনেছো?' অতপর সে লোকদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়।

তখন থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সরবে আদ্‌দা'ওয়াতু ইলাল্লাহর কাজ চালাতে থাকেন। সত্য সন্ধানী যুবক যুবতীরা একে একে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হতে থাকে। অন্য দিকে মারমুখো হতে থাকে

মুশরিক শক্তি। নবুওয়াতের পঞ্চম সনে এসে অবস্থা খুবই নাজুক আকার ধারণ করে। বড়ো রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হন মুমিনগণ। হাবশায় হিজরাত তখনো শুরু হয়নি। এই সময়টিতে নাযিল হয় সূরা আল 'আনকাবূত।

৪। ব্যাখ্যা

☐ প্রথম আয়াতটিতে রয়েছে কয়েকটি হরফ।

এই গুলোকে হুরুফে মুকাত্তা'আত বলে। হুরুফে মুকাত্তা'আত অর্থ হচ্ছে কর্তিত, খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষর গুচ্ছ। এই গুলোর কোন তাৎপর্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তুলে ধরেন নি। অতএব এই গুলো সম্পর্কে নিরব থাকাই আমাদের কর্তব্য।

☐ দ্বিতীয় আয়াতে বলা হচ্ছে–

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ○

'লোকেরা কি মনে করছে যে 'আমরা ঈমান এনেছি' এই কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?'

এই আয়াতাংশে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর একটি শাশ্বত বিধানের কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আর সেটি হচ্ছে : যারা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ঈমান আনয়নের ঘোষণা দেবে তাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে।

يُفْتَنُوْنَ শব্দটি ফিতনা শব্দ থেকে উৎসারিত। ফিতনা শব্দের অর্থ পরীক্ষা।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল কুরআনে ফিতনা শব্দটির সমার্থক আরো কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন : আব্‌লা ও ইবতিলা।

☐ তৃতীয় আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ○

'অবশ্যই আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেছি।'

আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)-এর জীবন কথা এই বক্তব্যেরই সাক্ষ্য বহন করে। একবার পূর্ববর্তীকালের কোন এক মুমিন ব্যক্তির পরীক্ষা সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلَ فَيُحْفَرُلَهُ فِى الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا ثُمَّ يُؤْتِىْ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهٖ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَ يُمْشَطِ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهٖ وَعَظْمِهٖ مَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهٖ ○

(খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা), ছাহীহ্ আল বুখারী)

'তোমাদের পূর্ববর্তীকালে কোন এক ব্যক্তিকে ধরে এনে মাটিতে গর্ত করে তাতে তার শরীরের নিম্ন ভাগ পোঁতা হয়। তারপর করাত এনে তার মাথার ওপর চালিয়ে তাকে দুই টুকরা করে ফেলা হয়। অতপর লোহার চিরুনি দিয়ে তার শরীরের গোশত ও হাড় ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলা হয়। কিন্তু কোন কিছুই ওই ব্যক্তিকে তার দীন ত্যাগ করাতে পারেনি।'

ঈসা (আলাইহিস্ সালাম)–এর একনিষ্ঠ অনুসারী একদল মুমিন দক্ষিণ আরবের নাজরানে বসবাস করতেন। ইয়ামানের ইয়াহুদী রাজা যু-নাওয়াস নাজরান আক্রমণ করে এবং অধিবাসীদেরকে ইয়াহুদী বনে যাওয়ার জন্য চাপ দেয়। কিন্তু তাঁরা ভ্রান্ত ধর্ম গ্রহণ করতে সম্মত হননি। ফলে কতগুলো বড়ো বড়ো গর্ত খনন করে, ওই গুলোতে কাঠ-খড়ি ফেলে আগুন জ্বালিয়ে ওই মুমিনদেরকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। মাত্র একজন মুমিন ব্যক্তি বেঁচে যান। বাকিরা সবাই আগুনে পুড়ে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের সংখ্যা ছিলো বিশ হাজার । ঈমানের এমন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েও তাঁরা তাঁদের দীন ত্যাগ করেননি।

পরীক্ষা চাওয়া মুমিনদের কাজ নয়। পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে, বিচলিত হয়ে পড়ে, আল্লাহর বিরুদ্ধে অনুযোগ করাও মুমিনদের কাজ নয়। বরং আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থেকে দৃঢ়তা অবলম্বন করা মুমিনদের কাজ।

সূরা আল বাকারা-র ১৫৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ○

'আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি, ক্ষুধা এবং জান-মাল-আয়ের নোকসান ঘটিয়ে। এমন পরিস্থিতিতে যারা ছবর অবলম্বন করবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمَ الْبَلَاءِ وَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ .

(আনাস (রা), জামে আত তিরমিযী)

'কষ্ট বেশি হলে প্রতিদানও বেশি। আল্লাহ যখন কোন জনগোষ্ঠীকে ভালোবাসেন তখন তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। যেই ব্যক্তি এই পরীক্ষায় পড়ে আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।'

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কখনো কখনো মুমিনদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে নিজের সান্নিধ্যে ডেকে নেন। আবার কখনো কখনো কঠিন পরীক্ষার পর মুমিনদেরকে দুনিয়ার জীবনে সাহায্য ও বিজয় দান করেন।

সূরা আল বাকারা-র ২১৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاۤءُ وَالضَّرَّاۤءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ○

'তোমরা কি ভেবেছো এমনিতেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের ওপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতো পরিস্থিতি আপতিত হয়নি? তাদের ওপর কঠিন পরিস্থিতি, কঠিন বিপদ এসেছে এবং তাদেরকে কাঁপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন কি শেষ পর্যন্ত রাসূল ও তার সাথী মুমিনগণ বলে উঠেছে, 'কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য!' (তখন বলা হয়েছে), 'ওহে, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটেই।'

তৃতীয় আয়াতের দ্বিতীয়াংশে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ○

'আল্লাহকে তো অবশ্যই জানতে হবে ঈমানের দাবিতে কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী।'

মনে রাখা প্রয়োজন, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এমন সত্তা নন যে ঈমানের দাবিতে কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী তা জানার জন্য তাঁকে পরীক্ষার রিজাল্টের ওপর নির্ভর করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মকাণ্ড তাঁর দৃষ্টির অধীন। আবার, প্রত্যেক ব্যক্তির মনের অবস্থা তাঁর জ্ঞানের অধীন।

আসলে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন চান খাঁটি মুমিনদের ঈমানের খাঁটিত্বের উদ্ভাসন। তিনি চান, শত বাধার সম্মুখীন হয়েও মুমিনগণ দীনের ওপর অটল থেকে অনন্য উদাহরণ স্থাপন করুক।

☐ চতুর্থ আয়াতে ইসলাম বিদ্বেষীদের অন্যায় কর্মকাণ্ড যে শেষাবধি তাদের নিজেদের জন্যই মহা ক্ষতির কারণ হবে তা বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ط سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

'যারা অন্যায় কাজ করছে তারা কি ভাবছে তারা আমাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে? তারা যা ফায়সালা করছে তা খুবই মন্দ।'

অর্থাৎ আল্লাহকে ছাড়িয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কিছু দিনের জন্য ঢিল দিলেও এক সময় তাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবেন।

☐ পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ط وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

'যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে, সাক্ষাতের নির্দিষ্ট ক্ষণটি অবশ্যই আসবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।'

মুমিন ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তার প্রতিটি কথা শুনেন, প্রতিটি বিষয় জানেন এবং তাকে অবশ্যই আল্লাহর নিকট হাজির হতে হবে। সে দুনিয়ায় এমন ভাবে জীবন যাপন করতে চায় যাতে সে আখিরাতে আল্লাহর শাস্তি থেকে

নাজাত পায়, সেখানে সে সম্মানিত হয়, সমাদৃত ব্যক্তি রূপে জান্নাতে স্থান পায় এবং আল্লাহর দর্শন লাভ করে ধন্য হয়।

পক্ষান্তরে আল্লাহদ্রোহী একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন করে থাকে। আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার কোন আগ্রহ তার মনে স্থান পায় না।

এই প্রসংগে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَائَهُ وَ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَائَهُ .

[আয়িশা আছ ছিদ্দিকা (রা), ছাহীহ মুসলিম।]

"যেই ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করা পছন্দ করে আল্লাহও তার সাক্ষাত লাভ পছন্দ করেন। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাত লাভ পছন্দ করে না, আল্লাহও তার সাক্ষাত লাভ পছন্দ করেন না।"

☐ ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَمَنْ جٰهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ط اِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

'আর যেই ব্যক্তি জিহাদ করে, সে তার নিজের জন্যই জিহাদ করে। অবশ্যই আল্লাহ গোটা বিশ্ব জগত থেকে অমুখাপেক্ষী।'

'আল জিহাদ' একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা।

চিন্তা-চেতনায় কোনভাবেই জাহিলিয়াতের অনুপ্রবেশ ঘটতে না দেওয়ার প্রচেষ্টা জারি রাখা আল জিহাদ।

পার্থিব ভোগ-বিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হওয়ার হাতছানিকে রুখে দেওয়ার প্রচেষ্টা আল জিহাদ।

কু-প্রবৃত্তির তাড়নার বিরুদ্ধে লড়তে থাকা আল জিহাদ।

সমাজে প্রচলিত কু-প্রথা ও কু-সংস্কারের প্রভাব মুক্ত থাকার প্রচেষ্টা আল জিহাদ।

সর্বোপরি আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন কায়েম করার জন্য অর্থাৎ ইকামাতুদ্ দীন-এর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো আল জিহাদ।

ইকামাতুদ দীনের জন্য পরিচালিত আল জিহাদের দুইটি অধ্যায় রয়েছে।

কোন ভূখণ্ডে ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আল জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর সর্ব প্রধান কাজ হচ্ছে আদ-দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ।

আবার কোন ভূখণ্ডে ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত হয়ে যাওয়ার পর আদ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ-র সাথে সমর শক্তিও যুক্ত হয়।

ঈমানের খাঁটিত্ব প্রমাণের উপায় আল জিহাদে আত্মনিয়োগ করা। খাঁটি মুমিনদের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে সূরা আল হুজুরাতের ১৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○

'নিশ্চয়ই মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, অতপর কখনো সংশয় সন্দেহে নিপতিত হয় না এবং জিহাদ করে তাদের অর্থ সম্পদ ও জান দিয়ে, আল্লাহর পথে। (ঈমানের দাবিতে) এরাই তো সত্যবাদী।'

সূরা আলে ইমরানের ১৪২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ○

'তোমরা কি ভেবেছো যে এমনিতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ এখনো দেখেন নি যে তোমাদের মধ্য থেকে কারা তাঁর পথে জিহাদ করে এবং দেখেন নি যে কারা (জিহাদে) দৃঢ়তা অবলম্বন করে।'

সূরা মুহাম্মাদ-এর ৩১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ

'আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো যাতে তোমাদের মধ্যে কারা মুজাহিদ এবং কারা দৃঢ়তা অবলম্বনকারী তা জেনে নিতে পারি।'

সূরা আত্ তাওবার-র ১৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلاَ رَسُوْلِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ج وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

'তোমরা কি ভেবেছো যে তোমাদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হবে অথচ আল্লাহ এখনো দেখেন নি যে তোমাদের মধ্য থেকে কারা জিহাদে নিবেদিত হয়

এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরকে ছাড়া আর কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে না। আর তোমরা যা কিছু কর সেই সম্পর্কে আল্লাহ খবর রাখেন।'

ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এটাও সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করছেন যে একজন মুমিন আল জিহাদে আত্ম নিয়োগ করে তার নিজের কল্যাণই নিশ্চিত করে থাকে। এই কথারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই সূরা আছ ছাফ-এর ১০-১২ নাম্বার আয়াতে। এই আয়াত গুলোতে মুমিনদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসার কথা জানিয়ে দেবো যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে বাঁচাবে? (তা হচ্ছে :) তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করবে তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও জান দিয়ে। এটি তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জান। আল্লাহ তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত । এটি চিরস্থায়ী অবস্থানের উত্তম বাসস্থান। আর এটি অতি বড়ো সাফল্য।'

اِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

এই ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এই মহাসত্য প্রকাশ করলেন যে আল জিহাদে আত্মনিয়োগ করা মুমিনদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকর। এতে আল্লাহর কোন স্বার্থ নেই।

সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহর কিছুই যায় আসে না। পক্ষান্তরে সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর আনুগত্য করলেও আল্লাহর শানে কোন বৃদ্ধি ঘটে না। আল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ, স্ব-প্রশংসিত, নিরংকুশ অ-মুখাপেক্ষী সত্তা।

উল্লেখ্য যে ঈমানের খাঁটিত্বের প্রমাণ আল জিহাদে আত্মনিয়োগ করেই দিতে হয়।

আল জিহাদে আত্মনিয়োগ করলে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

পরীক্ষার সম্মুখীন হলে দৃঢ়তা অবলম্বন ঈমানের দাবি।

তবে এই দৃঢ়তা অবলম্বন আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। সেই জন্য দয়াবান, মেহেরবান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অন্যান্য বিষয়ের মতো এই বিষয়েও তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করার জন্য আমাদেরকে সূরা আল বাকারা-র শেষ আয়াতে দু'আ শিখিয়েছেন,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ج وَاعْفُ عَنَّا وقفه وَاغْفِرْ لَنَا وقفه وَارْحَمْنَا وقفه اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

'হে আমাদের রব, আমাদেরকে আমাদের ভুল-ত্রুটির জন্য পাকড়াও করবেন না, হে আমাদের রব, পূর্ববর্তীদের বোঝার মতো (পরীক্ষা) বোঝা (পরীক্ষা) আমাদের ওপর চাপাবেন না। হে আমাদের রব, বহন করার ক্ষমতা নেই এমন বোঝা আমাদের ওপর চাপাবেন না। আমাদের গুনাহগুলো মিটিয়ে দিন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন; আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি আমাদের পৃষ্ঠপোষক, অতএব আপনি আমাদেরকে কাফির গোষ্ঠীর মুকাবিলায় সাহায্য করুন।'

৫। শিক্ষা

- প্রকৃত মুমিনদেরকে অবশ্যই নানাভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়।
- পরীক্ষার সম্মুখীন হলে তাদের কর্তব্য চিন্তায় ও কর্মে দীনের ওপর অটল অবিচল থাকা।
- ইসলাম-বিদ্বেষীরা শেষাবধি-আল্লাহর হাতে বন্দী হয়। আর মুমিনগণ স-সম্মানে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে যায়।
- আল্লাহর পথে জিহাদ আখিরাতের সফলতা নিশ্চিত করে।
  আর আখিরাতের সফলতাই তো প্রকৃত সফলতা।

--o--

সূরা আল আন'আম

আয়াত : ৩৩-৩৬

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔

১। আয়াত

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ يَجْحَدُوْنَ ○ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰـهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللهِ ۚ وَلَقَدْ جَاۤءَكَ مِنْ نَّبَاِ الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاۤءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ط وَلَوْ شَاۤءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○ اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ط وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○

২। ভাবানুবাদ

৩৩. 'আমি অবশ্যই জানি তারা যেইসব কথা বলে বেড়াচ্ছে তা তোমাকে মানসিকভাবে দারুণ কষ্ট দেয়, কিন্তু তারা তো আসলে তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে না, বরং এই যালিমরা আল্লাহর আয়াতগুলোকেই অস্বীকার করছে।

৩৪. এবং তোমার পূর্বে বহু রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু এই মিথ্যা আরোপ করে তাদেরকে যেই কষ্ট দেওয়া হয়েছে এর মুকাবিলায় তারা ছবর অবলম্বণ করেছে, যেই পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের কাছে এসেছে। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মগুলো পরিবর্তন করতে পারে এমন কেউ নেই। আর পূর্বেকার রাসূলদের কথা তো তোমার নিকট পৌঁছেছে।

৩৫. এবং তাদের এই উপেক্ষা যদি তোমার কাছে অসহনীয় হয়, তাহলে সাধ্য থাকলে তুমি মাটির গভীরে কোন সুড়ংগ খোঁজ কিংবা আসমানের দিকে সিঁড়ি লাগাও এবং তাদের জন্য কোন নিদর্শন নিয়ে আস। আল্লাহ যদি চাইতেন যে তিনি সকলকে হিদায়াতের ওপর একত্রিত করবেনই, তা তো তিনি করতেই পারতেন। অতএব তুমি জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৩৬. আহবানে তো তারাই সাড়া দেয়, যারা শুনতে পায়। আর মৃতদেরকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করবেন এবং তারা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।

৩। পরিপ্রেক্ষিত

নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ৪০ বছর মাক্কায় বসবাস করেন। তাঁর বিশ্বস্ততা ও আমানাতদারীতে মুগ্ধ হয়ে লোকেরা তাঁকে 'আলআমীন' বলে ডাকতো। অপর দিকে তিনি ছিলেন সত্যবাদিতার বিমূর্ত রূপ। জীবনে তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি। তাঁর সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হয়ে লোকেরা তাঁকে ডাকতো 'আছ ছাদিক' বলে। তিনি ছিলেন সকলেরই প্রিয়জন।

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিরবে 'আদ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ'-র কাজ করছিলেন। তিন বছর পর আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের নির্দেশেই সরবে দা'ওয়াত প্রদানের কাজ শুরু করেন।

অল্প সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

জাহিলিয়াতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত মানুষেরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে শুরু করে।

বেশ কিছু সত্য-সন্ধানী ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হন। ইসলাম বিদ্বেষীরা এই নব গঠিত শক্তিকে 'অংকুরে বিনাশ করতে চায়। সমাজ অংগনে ইসলাম ও জাহিলিয়াতের দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে।

ইসলাম বিদ্বেষীরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার ঝড় সৃষ্টি করে। পাশাপাশি তারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর অনুসারীদের ওপর যুলম-নির্যাতন চালাতে থাকে।

ইসলাম বিদ্বেষীদের মিথ্যা প্রচারণার কতগুলো কথা ছিলো নিম্নরূপ ঃ

০ মুহাম্মাদ একজন গণক।

০ মুহাম্মাদ একজন পাগল।

০ মুহাম্মাদ একজন কবি।

০ মুহাম্মাদ একজন যাদুকর।

০ মুহাম্মাদ নিজেই কালাম রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছে।

০ মুহাম্মাদ তো একজন মানুষ। মানুষ নবী হবে কেন?

০ মুহাম্মাদ নবী হলে তো তার সাথে বিশাল ধন ভান্ডার এবং ফেরেশতাদের একটি বাহিনী থাকতো।

০ মুহাম্মাদ আল্লাহর কালাম বলে যা পেশ করছে সেই গুলো অতীতকালের কিস্‌সা কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়। ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে তিনজন কবি আবু সুফইয়ান ইবনুল হারিস, আমর ইবনুল আস এবং আবদুল্লাহ ইবনুল জিবয়ারী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাব মর্যাদা বিনষ্ট করার লক্ষ্যে বানোয়াট কথা সম্বলিত কবিতা রচনা করে জন সমক্ষে আবৃত্তি করে বেড়াতো।

ইসলাম-বিদ্বেষীদের হাতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দৈহিকভাবেও নিপীড়িত হন।

০ একদিন কা'বার চত্বরে দাঁড়িয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বুলন্দ কণ্ঠে উচ্চারণ করেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। ইসলামের দুশমনেরা চারদিক থেকে ছুটে এসে তার ওপর হামলে পড়ে। তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন হারিস ইবনু আবি হালাহ (রা)। এক দুশমনের তলোয়ারের আঘাতে হারিস (রা) নিহত হন। তিনিই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসারীদের মধ্যে প্রথম শহীদ।

০ একদিন কা'বার চত্বরে মুসলিমগণ একটি জনসভার আয়োজন করেন। বক্তা হিসেবে নিদিষ্টি ছিলেন আবু বাকর আছ ছিদ্দিক (রা)। বক্তৃতা শুরু করার সাথে সাথেই ইসলামের দুশমনেরা হামলা চালায়। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম)সহ অনেকেই আহত হন। লাঠির আঘাতে আহত আবু বাকর আছ ছিদ্দিক (রা) গভীর রাত পর্যন্ত সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন।

০ একদিন কা'বার চত্বরে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কালে উকবা ইবনু আবি মুয়াইত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গলায় একখণ্ড কাপড় পেঁচিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে। আবু বাকর আছ ছিদ্দিক (রা) দৌড়িয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন।

০ একদিন পথিমধ্যে আবু জাহল বেশ কিছু ধূলাবালি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথায় ছড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'ওহে লোক সকল, তোমরা এর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করো না। এ চায় তোমরা লাত ও উয্যার উপাসনা ছেড়ে দাও।'

০ একদিন কা'বার চত্বরে ছালাত আদায় কালে সাজদায় গেলে উকবা ইবনু আবি মুয়াইত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাঁধে পিঠে মাথায় একটি উটের নাড়িভুঁড়ি তুলে দেয়।

০ আবু লাহাব ও উকবা ছিলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিবেশী। তারা তাদের বাড়ির আবর্জনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরের সামনে ছুঁড়ে মারতো।

০ ইসলামের দুশমনেরা রাতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রান্নাঘরে ঢুকে হাড়ি পাতিলের ভেতর উটের নাড়িভুঁড়ি রেখে আসতো।

০ ইসলামের দুশমনেরা রাতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরের দরওয়াজায় কাঁটা পুঁতে ও ছড়িয়ে রাখতো।

০ একদিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বার নিকটে বসা ছিলেন। দুর্বৃত্ত উকবা সেখানে এসে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করে।

০ নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ সন থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর অনুসারীগণ এবং বানু হাশিমের সদস্যগণ শিয়াবে আবু তালিবে তিনটি বছর কষ্টকর অবরুদ্ধ জীবন যাপন করেন।

০ নবুওয়াতের নবম সনে 'আদ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ'র কাজ করার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তায়েফ পৌঁছেন। সেখানকার তিন

সরদার আবদ ইয়ালিল ইবনু আমর, মাসউদ ইবনু আমর ও হাবীব ইবনু আমর তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করে। তারা তাঁর পেছনে একদল গুন্ডাকে লেলিয়ে দেয়। দুর্বৃত্তরা পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করে করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। ক্লান্ত ও রক্তাক্ত শরীর নিয়ে তিনি কয়েকবার রাস্তার ওপর পড়ে যান। এইভাবে দুই তিন মাইল পথ চলেন। এই সময় কয়েকজন প্রবীণ লোক এগিয়ে এসে তাঁকে শহরের বাইরে পৌঁছে দিয়ে যায়। রক্তাক্ত শরীর নিয়ে তিনি একটি আংগুরের বাগানে ঢুকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়েন। অশ্রুভরা চোখে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানাতে থাকেন।

০ তায়েফ থেকে মক্কার পথ ধরে এগুচ্ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। পথিমধ্যে তিনি খবর পান যে মুশরিক নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁকে আর মাক্কায় ঢুকতে দেওয়া হবে না।

এ ছিলো যেন নাগরিকত্ব বাতিলের ঘোষণা।

এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আখনাস ইবনু শুরাইকের সহযোগিতা চান। আখনাস রাজি হলেন না। এবার তিনি সুহাইল ইবনু আমরের সহযোগিতা চান। সুহাইল রাজি হলেন না। অতপর তিনি মুতয়িম ইবনু আদীর সহযোগিতা চান। মুতয়িম রাজি হন এবং তাঁর ছেলেরা সহ অস্ত্র সজ্জিত হয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাক্কায় এনে কা'বার চত্বরে পৌঁছে দেন। কা'বার তাওয়াফ করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপন ঘরে ফেরেন।

উল্লেখ্য যে এই কয়টি বছরে ইসলাম বিদ্বেষীদের হামলা ও নির্যাতনে প্রাণ হারান কয়েকজন মুসলিম। আহতদের সংখ্যা ছিলো আরো বেশি। অত্যাচার-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে শতাধিক মুসলিম হাবশায় হিজরাত করেন।

পরিস্থিতির প্রতিকূলতার কারণে মাক্কা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকদের ইসলাম গ্রহণের হার কমে যায়।

সামগ্রিকভাবে জনগোষ্ঠীর অবস্থান ছিলো ইসলামী আন্দোলনের বিপক্ষে। নিদারুণ মানসিক কষ্ট অনুভব করছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

এই প্রেক্ষাপটে, মাক্কী জীবনের শেষভাগে, অবতীর্ণ হয় সূরা আল আন'আম। পুরো সূরাটি একই সংগে অবতীর্ণ হয়।

৪। ব্যাখ্যা

৩৩ নাম্বার আয়াত

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○

قَدْ نَعْلَمُ আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বুঝাচ্ছেন যে ইসলাম বিদ্বেষীরা যেই সব কথা এবং যেইসব কাজ করে নবীকে কষ্ট দিচ্ছে সেই সম্পর্কে তিনি অবহিত আছেন। বস্তুতঃ বিশ্বজাহানের কোন কিছুই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে, আল্লাহর দৃষ্টির আড়ালে, থাকতে পারে না।

لَا يُكَذِّبُوْنَكَ আয়াতাংশ দ্বারা তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে ব্যক্তি মুহাম্মাদকে তারা অস্বীকার করছে না। বরং ব্যক্তি মুহাম্মাদকে তো তারা 'আলআমীন ও 'আছ-ছাদিক' বলে ডেকে তৃপ্তিবোধ করতো। মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে মেনে নিতেই ছিলো তাদের আপত্তি।

وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○

আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বুঝাতে চাচ্ছেন যে ইসলাম বিদ্বেষীদের বিরোধিতার আসল লক্ষ্য বস্তু হচ্ছে আল্লাহর আয়াতসমূহ, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান।

আল্লাহর আয়াতসমূহ তাদের চক্ষুশূল। আল্লাহর বিধান তাদের বড্ড অপছন্দনীয়। এই বিধান যাতে সমাজ-সভ্যতার অংগনে শিকড় গাড়তে না পারে সেই লক্ষ্যেই নিয়োজিত ছিলো তাদের সকল তৎপরতা।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অবতীর্ণ আয়াতসমূহের, তার অবতীর্ণ বিধানের, বিরোধিতা করা মস্ত বড়ো যুলম, মস্ত বড়ো অন্যায়। এই যালিমরা সেই অন্যায় কাজেই লিপ্ত রয়েছে।

৩৪ নাম্বার আয়াত

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰـــهُمْ نَصْرُنَا ج وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ج وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِ الْمُرْسَلِيْنَ ○

এই আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে অতীত কালেও ইসলাম অস্বীকারকারীগণ বহু নবীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং তাদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরো জানাচ্ছেন যে সেই নবীগণ নানা ধরনের কষ্টের সম্মুখীন হয়েও ছবর অবলম্বন করেছেন, কর্তব্য পালনে দৃঢ়পদ থেকেছেন, আপোসহীন ভাবে সত্যের উদ্ভাসনের জন্য নিরলস প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁরা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সাহায্য লাভ করেছেন।

এই আয়াতের দ্বিতীয়াংশে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন, وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ج

অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী ও ইসলাম বিদ্বেষীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বের যেই বিধান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন নির্ধারিত করেছেন তা বদলে দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। এই বিধান চিরদিন অপরিবর্তিত থাকবে।

এই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন, وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِ الْمُرْسَلِيْنَ

অর্থাৎ অতীতকালে বিভিন্ন নবী কর্তৃক ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনা এবং তাদের প্রতি ইসলাম বিদ্বেষীদের আচরণের কথা তো তোমাকে জানানো হয়েছে। ইসলাম-বিদ্বেষীগণ কর্তৃক ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালানো এবং নানাভাবে তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার বিষয়টি কোন নতুন বিষয় নয়।

উল্লেখ্য যে নূহ (আলাইহিস সালাম), ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম), হূদ (আলাইহিস সালাম), ছালিহ (আলাইহিস সালাম), শুয়াইব (আলাইহিস সালাম), মূসা (আলাইহিস সালাম), ঈসা (আলাইহিস সালাম) প্রমুখ একই রূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

৩৫ নাম্বার আয়াত

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ط وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

এই আয়াতের প্রথমাংশে এই ইংগিত রয়েছে যে কোন কোন সময় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মনের গভীরে এই ধরনের বাসনা জন্ম নিতো যে 'আহ্, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হতো যা দেখে ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারীরা দাওয়াত কবুল করতে বাধ্য হতো।'

এই প্রসংগেই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন যে ইসলাম বিদ্বেষীদের দাওয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতিতে তুমি যদি ছবর অবলম্বন করতে না পার, তবে মাটির গভীরে সুড়ংগ করে কিংবা আসমানে সিঁড়ি লাগিয়ে কোন নিদর্শন এনে অলৌকিকভাবে কিছু ঘটাবার চেষ্টা কর। কিন্তু ভেবো না আমি তোমার এই ধরনের বাসনা পূর্ণ করবো। কারণ আমার পরিকল্পনায় এই ধরনের নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারিত নেই।

এই আয়াতের দ্বিতীয়াংশে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন যে যদি কোন না কোনভাবে সকল মানুষকে আল্লাহর বিধানের অনুসারী বানানোই লক্ষ্য হতো তাহলে কিতাব নাযিল করা, মুমিনদেরকে ইসলাম বিদ্বেষীদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া এবং মানযিলের পর মানযিল ইসলামী আন্দোলনকে পথ চলতে দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিলো! আল্লাহর একটি ইশারাই তো এই কাজের জন্য যথেষ্ট হতো। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এই পদ্ধতিতে মানুষকে ইসলামের অনুসারী বানাতে চান না। এটাকে তিনি বিজ্ঞতাপূর্ণ কাজ মনে করেন না।

তিনি চান ইসলামকে বিজ্ঞতাসহকারে মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে এবং মানুষকে তাদের আকল ব্যবহার করে স্বাধীনভাবে সত্যের পথে এগিয়ে আসার সুযোগ দেওয়া হবে।

৩৬ নাম্বার আয়াত

إِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ط وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○

এই আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এই মহাসত্যটি তুলে ধরেছেন যে, 'যারা শুনে তারাই তো দাওয়াত কবুল করে।' 'যারা শুনে' বলে এখানে ওই ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা বিবেককে জাগ্রত রাখে, যারা মনের দুয়ারে তালা ঝুলিয়ে দেয় না।

এই আয়াতের দ্বিতীয়াংশে 'মৃত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকে যারা গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলে, অন্ধের মতো সামনের দিকে এগিয়ে যায়, অন্য কোন পথ আছে কিনা তা ভেবেও দেখে না।

৫। শিক্ষা

(১) আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন হক ও বাতিলের কিংবা ইসলাম ও জাহিলিয়াতের মধ্যে দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্বের যেই বিধান নির্ধারিত করেছেন, তা কখনো পরিবর্তিত হবে না।

(২) ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদেরকে অবশ্যই দীর্ঘকাল পরীক্ষার আগুনে পোড় খেতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মিথ্যা প্রচারণা এবং তাদের ওপর চাপানো যুলম নির্যাতনকে পরীক্ষা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

তবে মনে রাখতে হবে যে যারা জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সামনে এগুতে বদ্ধপরিকর, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন এবং এই পথে চলতে চলতে তারা তাদের জীবনে উৎকৃষ্ট গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে যেই ধরনের সাহায্য লাভের উপযুক্ত বলে প্রমাণ পেশ করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে সেই ধরনের সাহায্যও দিয়ে থাকেন।

(৩) সর্বাবস্থায় দৃঢ়তা অবলম্বন করে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

--০--

সূরা আলে-ইমরান
আয়াত : ১৫৯

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

১। আয়াত

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ج فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

২। ভাবানুবাদ

'এটা আল্লাহর বড়োই অনুগ্রহ যে তুমি তাদের (তোমার অনুগামীদের) প্রতি নম্র হয়েছো। যদি তুমি রুক্ষভাষী ও কঠোর চিত্ত হতে তারা তোমার চারদিক থেকে সরে যেতো। অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তাদের জন্য ইসতিগফার কর এবং সামষ্টিক বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতপর যখন তুমি সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবে, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করে।'

৩। পরিপ্রেক্ষিত

নবুওয়াত লাভের পর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাককাতে আদ্ দা'ওয়াতু ইলাল্লাহর কাজ করতে থাকেন।

সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ছিলো তাঁর প্রয়াস। কিন্তু ইসলাম-বিদ্বেষীরা এই শান্তিপূর্ণ প্রয়াসকেও বরদাশত করতে পারেনি। নানা ধরণের বানোয়াট কথা প্রচার করে তারা লোকদের মনে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও

তাঁর প্রচারিত দীন সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু সত্য সন্ধানী যুবক যুবতীরা এই অপ প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে একে একে ইসলামের পথে এগিয়ে আসে। এতে ইসলাম-বিদ্বেষীরা মারমুখো হয়ে ওঠে এবং মুসলিমদের ওপর দৈহিক নির্যাতন চালাতে শুরু করে। মুশরিক নেতাদের বৈরিতার কারণে মাককার যমিন মুসলিমদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অনুগ্রহে ইয়াসরিবে ইসলামের জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে। সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইসলাম গ্রহণ করায় সাধারণ মানুষের পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা সহজ হয়ে যায়। অচিরেই ইয়াসরিবে গড়ে ওঠে ইসলামের অনুকূল গণ-ভিত্তি। আল্লাহর নির্দেশে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইয়াসরিবে হিজরাত করেন। গড়ে তোলেন ছোট্ট একটি রাষ্ট্র 'আল মাদীনা আল মুনাওয়ারা। আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের আলোকে তিনি সমাজের সকল দিক ও বিভাগে আমূল পরিবর্তন সাধনে হাত দেন।

সবেমাত্র একটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। মাককার মুশরিক নেতারা আল মাদীনায় নতুন এক রাষ্ট্র শক্তির বিকাশে শংকিত হয়ে ওঠে। তারা এই রাষ্ট্রশক্তিকে অংকুরেই ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য এক হাজার সুসজ্জিত সৈন্য নিয়ে আল-মাদীনার দিকে অগ্রসর হয়।

মাত্র ৩১৩ জন মুজাহিদ নিয়ে আল মাদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদর প্রান্তরে তাদের মুকাবিলা করেন। এই যুদ্ধে ১৪ জন মুসলিম শহীদ হন। কেউ বন্দী হননি। পক্ষান্তরে মুশরিক বাহিনীর ৭০ জন যোদ্ধা নিহত হয়। বন্দী হয় ৭০ জন।

এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে হিজরী তৃতীয় সনে আল মাদীনার উহুদ প্রান্তরে এসে পৌঁছে মাককার তিন হাজার মুশরিক যোদ্ধা। এদের মুকাবিলা করার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক হাজার যোদ্ধা নিয়ে উহুদের দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই তার অনুগত তিনশত যোদ্ধা নিয়ে সরে পড়ে।

মাত্র ৭০০ জন মুজাহিদ নিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুশরিক বাহিনীর সম্মুখীন হন। আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলিম বাহিনী যুদ্ধে জয় লাভ করে। উল্লসিত হয়ে মুজাহিদদের একটি অংশ গানীমাতের মাল সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রুমাত পাহাড়ে পাহারায় নিয়োজিত ৫০ জন

তীরন্দাজের বেশির ভাগই তাদের অবস্থান স্থল ত্যাগ করে গানীমাতের মাল সংগ্রহের জন্য এগিয়ে আসে। অথচ তাদের প্রতি আল্লাহর রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ ছিলো ' কোন অবস্থাতেই স্থান ত্যাগ করা যাবে না।'

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ তখনো মুশরিক। পাহারাদার মুসলিমদের অবস্থান স্থল ত্যাগ করার বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তিনি হঠাৎ মুসলিমদের ওপর চড়াও হন। এই আকস্মিক আক্রমণে মুসলিমগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ৭০ জন মুসলিম শহীদ হন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আহত হন। আহত হন শত শত মুজাহিদ।

এই যুদ্ধের পর মুসলিমদেরকে নছীহাত করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এক দীর্ঘ ভাষণ নাযিল করেন। সূরা আলে ইমরানের ১২১ থেকে ২০০ নাম্বার আয়াত পর্যন্ত এই ভাষণ বিস্তৃত। এই ভাষণের একাংশে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

(আয়াত : ১৩৯)

'তোমরা মন-ভাংগা হয়ো না, দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা সত্যিকারের মুমিন হও।'

যুদ্ধের ময়দানে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শহীদ হয়েছেন এমন গুজব ছড়িয়ে পড়লে বহুসংখ্যক মুজাহিদ হতোদ্যম হয়ে পড়ে। তাদের এই ভূমিকার নিন্দা করে এই ভাষণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ○

(আয়াত : ১৪৪)

'মুহাম্মাদ তো একজন রাসূল বৈ কিছু নয়। তার আগে আরো অনেক রাসূল চলে গেছে। সে যদি মারা যায় তোমরা কি পেছনের দিকে ফিরে যাবে? যেই ব্যক্তি

পেছনের দিকে ফিরে যাবে সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ শিগগিরই তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।'

এই ভাষণের একাংশে অতীতের কিছু আল্লাহ ওয়ালা লোকের যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়তা অবলম্বনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ لا مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ج فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ٥ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ٥

(আয়াত : ১৪৬-১৪৭)

'এর আগে এমন নবী চলে গেছে যার সাথে মিলে বহু আল্লাহ ওয়ালা লোক লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হয়ে তারা মনভাংগা হয়নি, দুর্বলতা দেখায়নি এবং বাতিলের সামনে মাথা নত করেনি। এই ধরনের ছবর অবলম্বনকারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন। তাদের দু'আ এই ছিলো–

'হে আমাদের রব, আমাদের গুনাহ মাফ করে দিন, আমাদের সীমা লংঘন মাফ করে দিন, আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন এবং কাফিরদের মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য করুন।'

অতপর এই ভাষণে উহুদ প্রান্তরে মুমিনদের প্রদর্শিত দুর্বলতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ج حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ٥

(আয়াত : ১৫২)

'আল্লাহ তোমাদেরকে যে সাহায্যের ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ করেছেন। শুরুতে তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে। কিন্তু যখন তোমরা দুর্বলতা দেখালে, তোমাদের কর্তব্য-কর্ম সম্পর্কে মতবিরোধে লিপ্ত হলে এবং যখন আল্লাহ তোমরা

যা ভালোবাস (পার্থিব সম্পদ) তা তোমাদেরকে দেখালেন তোমরা নেতার হুকুম অমান্য করে বসলে।'

এই ভাষণের একাংশে মৃত্যু সম্পর্কে কাফিরদের বিভ্রান্তিকর উক্তিতে প্রভাবিত না হওয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ج لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيتُ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

(আয়াত : ১৫৬-১৫৭)

'ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, কাফিরদের মতো কথা বলো না। তাদের আত্মীয়দের কেউ সফরে বের হলে কিংবা যুদ্ধে অংশ নিলে (কোন দুর্ঘটনা আপতিত হলে) বলে, ওরা যদি আমাদের কাছে থাকতো, তাহলে মারা পড়তো না কিংবা নিহত হতো না। তাদের কথাকে আল্লাহ তাদের মনের খেদ ও আক্ষেপের কারণ বানিয়ে দেন। অথচ আল্লাহই জীবন দেন এবং মৃত্যু দেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ দেখেন। তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মারা যাও, অবশ্যই তোমরা আল্লাহর মাগরিফাত ও রাহমাত পাবে যা উত্তম ওরা যা কিছু জমা করছে তা থেকে।'

অতপর আলোচ্য আয়াতে (১৫৯ নাম্বার আয়াতে) এসে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অনুগামীদের প্রতি নেতৃত্বের কাঙ্ক্ষিত আচরণ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য পেশ করেন এবং সর্বাবস্থায় তাঁরই ওপর তাওয়াক্কুল করার নির্দেশ প্রদান করেন।

৪। ব্যাখ্যা

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুসলিম উম্মাহর মূল নেতৃত্ব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বোধন করে বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ .

'এটা আল্লাহর বড়োই অনুগ্রহ যে তুমি তাদের (তোমার অনুগামীদের) প্রতি বিনম্র হয়েছো।'

لِيْنٌ অর্থ নম্রতা, কোমলতা। لِنْتَ শব্দটি لِيْنٌ শব্দ থেকে উৎসারিত।

এই আয়াতাংশে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অনুগামীদের প্রতি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নম্র বা কোমল আচরণকে সপ্রশংস ভংগিতে প্রকাশ করেছেন। এটাও তিনি উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহর অনুগ্রহেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমনটি করতে পেরেছেন। তার অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর অনুগ্রহ সিক্ত বা অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষেই অনুগামীদের প্রতি নম্র বা কোমল আচরণ করা সম্ভব।

অনুগামীদের প্রতি নম্র আচরণ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সূরা আশ্ শূ'আরা-র ২১৫ নাম্বার আয়াতে বলেন,

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

'তোমার অনুগামী মুমিনদের প্রতি তোমার ডানা নুইয়ে দাও।' অর্থাৎ তাদের সাথে নম্র আচরণ কর।

নম্র আচরণের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

اِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ .

(আয়িশা (রা), সহীহ মুসলিম, সহীহ আল বুখারী)

'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোমল। তিনি সকল কাজেই কোমলতা পছন্দ করেন।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

اِنَّ اللهَ اَوْحٰى اِلَىَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لاَ يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَلاَ يَبْغِىْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ.

(ইয়াদ ইবনুল হিমার (রা), সহীহ মুসলিম)

‘আল্লাহ আমার নিকট ওয়াহী পাঠিয়েছেন যে তোমরা পরস্পর নম্র আচরণ কর, কেউ কারো ওপর গৌরব করো না, কেউ কারো ওপর বাড়াবাড়ি করো না।’

تَوَاضُعٌ অর্থ বিনয়, নম্রতা। تَوَاضَعُوْا তَوَاضُعٌ শব্দটি تَوَاضُعٌ শব্দ থেকে উৎসারিত।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَّالٍ وَّمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا وَّمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰــــهُ .

(আবু হুরাইরা (রা), সহীহ মুসলিম)

‘দান দ্বারা সম্পদ কমে না। ক্ষমাশীলতা দ্বারা আল্লাহ বান্দার ইযযাত বৃদ্ধি করেন এবং কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনম্র আচরণ করলে তিনি তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।’

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَّحْرُمُ عَلَى النَّارِ اَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ تَحْرُمُ عَلٰى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ لَّيِّنٍ سَهْلٍ .

(আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা), জামে আততিরমিযী।)

‘আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করবো না কোন্ ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম অথবা কার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম। জাহান্নামের আগুন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হারাম যে লোকদের সান্নিধ্যে থাকে, যে কোমলমতি, বিনম্র ও নরম মেজাজের অধিকারী।’

একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে নছীহাত করতে গিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

اِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَاِيَّاكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ .

(আয়িয ইবনু আমর (রা), সহীহ মুসলিম, সহীহ আল বুখারী।)

‘অবশ্যই নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল ঐ ব্যক্তিরা যারা অনুগামীদের প্রতি কঠোর। সাবধান, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।’

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

اِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ يُتَّقَى بِهِ فَاِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ عَدَلَ كَانَ لَهُ بِذٰلِكَ أَجْرٌ وَاِنْ يَأمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ .

(আবু হুরাইরা (রা,) সহীহ্ মুসলিম, সহীহ্ আল বুখারী।)

'নেতা ঢালের মতো। তার অধীনে থেকে লড়াই করা হয়। এর মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। সে যদি তার অনুগামীদেরকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেয় এবং তাদের মাঝে আদল প্রতিষ্ঠা করে তাহলে সে পুরস্কার পাবে, যদি এর বিপরীত কাজ করে তাহলে পাবে শাস্তি।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর আদালতে নেতৃত্বের জওয়াবদিহি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বলেন,

اَلْاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ .

(আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা), সহীহ্ মুসলিম, সহীহ্ আল বুখারী।)

'নেতা একজন তত্ত্বাবধায়ক। তাকে তার নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান সম্পর্কে জওয়াবদিহি করতে হবে।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَامِنْ اَمِيْرِ عَشَرَةٍ يُؤْتٰى بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولاً حَتّٰى يُفَكَّ عَنْهُ الْعَدْلُ اَوْ يُوْبِقَهُ الْجُوْرِ.

(আবু হুরাইরা (রা), সুনানু আদ্ দারেমী।)

'কোন ব্যক্তি যদি দশজন লোকেরও নেতা হয়, কিয়ামাতের দিন তাকে বেড়ি লাগানো অবস্থায় হাজির করা হবে। (লোকদের পরিচালনাকালে) তার অনুসৃত ন্যায়নিষ্ঠতা এই অবস্থা থেকে তার মুক্তির কারণ হবে অথবা তার কৃত অন্যায় তার ধ্বংসের কারণ হবে।'

□ অতপর আলোচ্য আয়াতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বোধন করে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ .

'তুমি যদি রুক্ষভাষী ও কঠোর চিত্ত হতে লোকেরা তোমার চার দিক থেকে সরে যেতো।'

নম্র আচরণ মানুষকে আকর্ষণ করে। পক্ষান্তরে রূঢ় আচরণ মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। বস্তুত রুক্ষভাষা বা রূঢ় আচরণের উৎস হচ্ছে কঠোর চিত্ত।

এখানে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন কঠোর চিত্ততা ও রুক্ষভাষার পরিণতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

নেতৃত্ব বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি যদি কঠোর চিত্ত ও রুক্ষভাষী হন, অনুগামীগণ তাঁকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। তারা পারত পক্ষে তাঁর নিকটে ঘেঁষতে চায় না।

ইসলামী সংগঠনে, ইসলামী সমাজে এমন পরিবেশ অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত।

□ এরপর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বোধন করে বলেন,

فَاعْفُ عَنْهُمْ .

'তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।'

اَلْعَفْوَ বা ক্ষমাশীলতা অতি উচ্চমানের একটি গুণ। আল্লাহ চান, নেতৃত্বের আসনে আসীন প্রত্যেক ব্যক্তি এই গুণে গুণান্বিত হোক।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর অনুগামীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপ নির্দেশ আমরা দেখতে পাই সূরা আল আ'রাফের ১৯৯ নাম্বার আয়াতে। আল্লাহ বলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ .

'ক্ষমাশীলতা অবলম্বন কর, মা'রূফ কাজের নির্দেশ দাও' এবং জাহিলদেরকে এড়িয়ে চল।'

সূরা আল হিজরের ৮৫ নাম্বার আয়াতে তিনি বলেন,

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ .

'অতএব তুমি অতি সুন্দরভাবে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও।'

যদিও এইসব আয়াতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বোধন করা হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে ইসলামী সমাজের সকল দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্যই এই নির্দেশ।

যিনি মহান আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ .

(হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাকারী। আপনি ক্ষমা ভালোবাসেন। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।)

তিনি তাঁর অনুগামী বা সহকর্মীদের প্রতি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করবেন না, তা তো হতে পারে না।

☐ এরপর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বোধন করে বলেন,

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ .

'এবং তাদের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা কর।'

اَلْإِسْتِغْفَارُ অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা।

এটিও মুমিন জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

সূরা মুহাম্মাদ-এর ১৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .

'এবং তুমি তোমার নিজের এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।'

ইসতিগফার-এর কল্যাণময়তা বুঝাতে গিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَّ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَّ رَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ .

(আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা), সুনানু আবী দাউদ।)

'যেই ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে আল্লাহ তাকে প্রতিটি সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসার পথ করে দেন, প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেন এবং তার ধারণার অতীত উৎস থেকে তাকে রিযক দেন।'

অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য দু'আ করার ফযিলত সম্পর্কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِاَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ .

(আবু দারদা (রা), সহীহ মুসলিম)

'ভাইয়ের অসাক্ষাতে কোন মুসলিম ব্যক্তির দু'আ তার জন্য কবুল হয়। তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে। যখন এ ব্যক্তি তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দু'আ করে তখন ঐ ফেরেশতা বলে, 'আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

خِيَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّوْنَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ اَئِمَّتِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَ يُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ .

(আওফ ইবনু মালিক (রা), সহীহ মুসলিম।)

'তোমাদের উত্তম নেতা তারা যাদেরকে তোমরা ভালোবাস, তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে। তোমরা তাদের জন্য দু'আ কর, তারাও তোমাদের জন্য দু'আ করে।

তোমাদের মন্দ নেতা তারা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর, তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও, আর তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ দেয়।'

ইসতিগফার-এর ফযিলত বুঝাতে গিয়ে সূরা আল আনফালের ৩৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ .

'এটা আল্লাহর নিয়ম নয় যে লোকেরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে আর তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন।'

☐ আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বোধন করে বলেন,

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرُ .

'এবং তাদের সাথে সামষ্টিক বিষয়ে পরামর্শ কর।'

اَلشُّوْرٰى অর্থ পরামর্শ।

হাফিয ইবনু হাজার আল আসকালানী (রহ) বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করা শারীয়ার অন্যতম বিধান।'

আল হাসান ইবনু আবিল হাসান (রহ) বলেন, 'আল্লাহর কসম, যেই জনগোষ্ঠী পরামর্শ করে কাজ করে তারা সর্বোত্তম পন্থার সন্ধান পেয়ে যায়।'

নবুওয়াতের পঞ্চম সনে নাযিলকৃত সূরা আশ্ শূরার ৩৮ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুমিনদের বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে اَلشُّوْرٰى শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন,

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ .

'তাদের সামষ্টিক বিষয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন হয়।'

আর এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামষ্টিক বিষয়ে অনুগামীদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খুবই সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী নেতা ছিলেন। তথাপিও তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্নভাবে তাঁর সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করতেন।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহর চেয়ে বেশি পরামর্শ করতে আর কাউকে দেখিনি।'

(জামে আত্ তিরমিযী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নাম্বার ১৬৫৯)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি রাতে ছালাতুল ইশার পর আবু বাকর আছ ছিদ্দিক (রা) ও উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) সাথে পরামর্শ করতেন।

আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে, তিনি 'আশইয়াখে বাদরিন' (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ ছাহাবী)দেরকে ডাকতেন এবং তাঁদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন।

উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি যোদ্ধাদেরকে মাসজিদে নববীতে সমবেত করে যুদ্ধস্থল নির্ধারণ বিষয়ে পরামর্শ করেন।

পরামর্শ সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম কথা হচ্ছে, যতোক্ষণ পর্যন্ত চেয়ারের পক্ষ থেকে রুলিং দেওয়া না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরামর্শ একটি অভিমত, সিদ্ধান্ত নয়।

অভিমতের পক্ষে রুলিং দিলে তবেই তা সিদ্ধান্তে পরিণত হয়।

- ☐ অতপর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্বোধন করে বলেন,

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ط

'যখন তুমি সংকল্প গ্রহণ কর বা সিদ্ধান্তে উপনীত হও, তখন আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল কর।'

عَزْمَةٌ অর্থ সংকল্প, সিদ্ধান্ত, করণীয় সম্পর্কে মনস্থির করে ফেলা।

নেতৃত্বকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে হতে হবে প্রশস্ত চিত্ত। অর্থাৎ তাকে উদার চিত্তে যতো বেশি সম্ভব লোকের সাথে পরামর্শ করতে হবে।

আবার, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নেতৃত্বকে হতে হবে দৃঢ় চিত্ত।

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাওয়ার পর মন পুরোপুরি দোদুল্যমানতা মুক্ত করতে হবে।

একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে পরিপূর্ণ মানসিক বলিষ্ঠতা সহকারে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে হবে।

☐ আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ .

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালোবাসেন।'

সূরা ইবরাহীম এর ১১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ .

'এবং আল্লাহর ওপরই মুমিনদের তাওয়াক্‌কুল করা উচিত।'

সুলা আল ফুরকান-এর ৫৮ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لاَ يَمُوْتُ .

'সেই চিরঞ্জীব আল্লাহর ওপরই তাওয়াককুল কর যিনি মরেন না।'

সূরা আত্ তালাক-এর ৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ .

'যেই ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট।'

تَوَكُّلْ অর্থ ভরসা, নির্ভরতা, নির্ভরশীলতা।

ইকামাতুদ্ দীনের জন্য মুমিনদেরকে যতো বেশি সম্ভব মানবসম্পদ এবং বস্তু সম্পদ জড়ো করতে হবে। কিন্তু মুমিনদেরকে ইয়াকীন রাখতে হবে যে বিজয়ের চাবিকাঠি সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের হাতে।

এই কথাটি মুমিনদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করার জন্য আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী

আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰـــهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ ج وَإِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَالَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ ۢبَعْدِهِ ط وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ .

'আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন, এমন কোন শক্তি নেই তোমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। আর তিনি যদি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন, আর কে আছে তোমাদেরকে সাহায্য করার মতো! এবং মুমিনদের তো আল্লাহর ওপরই তাওয়াক্কুল করা উচিত।'

অন্যত্র আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ . (আলে ইমরান ১২৬)

'বিজ্ঞতাময় মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট থেকে ছাড়া অন্য কোথাও থেকে বিজয় আসে না।'

৬। শিক্ষা

১। অনুগামীদের ব্যাপারে কঠোর চিত্ততা পরিহার করতে হবে।

২। অনুগামীদের প্রতি রুক্ষভাষী হওয়া যাবে না।

৩। অনুগামীদের সাথে নম্র আচরণ করতে হবে।

৪। অনুগামীদের প্রতি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করতে হবে।

৫। অনুগামীদের জন্য সর্বদা মাগফিরাতের দু'আ করতে হবে।

৬। অনুগামীদের সাথে পরামর্শ আদান-প্রদান করতে হবে।

৭। পরামর্শের পর সিদ্ধান্তে উপনীত হলে দৃঢ় চিত্ততা নিয়ে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে।

৮। যতো বেশি সম্ভব মানব সম্পদ ও বস্তু সম্পদ জড়ো করতে হবে, কিন্তু তাওয়াক্কুল করতে হবে একমাত্র আল্লাহর ওপর। কেননা সাহায্য ও বিজয় একমাত্র আল্লাহর নিকট থেকেই এসে থাকে।

-- o --